

৬১৫৭
২২/২/৭৪



ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন



দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬২

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক সার্বভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১০ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সকল 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিম' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সকল তথ্য এই ব্যাঙ্কের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সাটিফিকেট দ্বিবার্ষিক আর্থিকীয় মুনাফা গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬২

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবনীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এটলি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাটীবাগান, মিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দ্বিবা ও সন্ধ্যা শাখা :

হিলকট রোড, শিলিগুড়ি

ভাণ্ডার

ভাণ্ডার পত্রিকা

ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ : ੧੨੧੪ ਪਿੰਡਾਂ

१०३१ अ३०

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বিষয়সূচি

समाप्त

2

ਮਨਦਾਸ ਬਟਿਸਤਾ/ਏਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ (ਫਾ.ਓ - ੬) : ਫ਼ਤਹਗੜ੍ਹ

2

ଆଠାପରାଜୀ ଦର୍ଶନ : ପୃଷ୍ଠା ୫୫୫

লেখক: সত্যজিৎ রায় : ড. প্রবীণ কুমার

ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕਪੂਰ : ੨੬/੧੨/੨੦੨੨

सन्तवादी नृसिंहप्रसाद देवदत्त (१९०८) : १९४०-४१ ई.पू.

22

ਭਗਵਾਨ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਥਾ :

52

संस्कृत संज्ञा :

ভোটের অধিকার

କାରୁଣ୍ୟ କଥାୟ କାନ ଦିଓ ନା

এখন থেকে আর,

সবার মতো তোমারও আছে

ভোটের অধিকার।

ভয় পেয়ো না এগিয়ে এসো

ডোট দিয়ে যাও.

দেশের ভালো করার মানুষ

নিজেই চিনে নাও।

(६५६)

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুইলকুমাৰ বোৰ	১	সভাপতি
শিখিৰ গুপ্ত	২	সহ-সভাপতি
বাছা বাৰ	৩	সদস্য
সুভাষ বাৰা	৪	সদস্য
বীৰেন্দ্ৰনাথ বসু	৫	সদস্য
অম্বিকানন্দ বসু	৬	সদস্য
নৃণা মিত্ৰাৰী আধিকাৰিক	৭	সম্পাদক

भाषायाः विनयाभाषायाः मित्र

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)

कलिकाता - १०० ००१

দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে আপনি
ভোট দিচ্ছেন তো?
ভোট অবশ্যই দেবেন।

মনে রাখবেন
ভোট দেওয়া শুধু আপনার গণতান্ত্রিক
অধিকারই নয়, আপনার পবিত্র
নাগরিক কর্তব্যও।

কারো দ্বারা প্রভাবিত হবেন না,
কোনোভাবেই প্রলোভিত হবেন না,
নিজের বিচার-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী
আপনার পছন্দমত প্রার্থীকেই ভোট দিন।

আরও মনে রাখবেন
দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সরকার ও
পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তুলতে
এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, গণতান্ত্রিক ও
যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র বজায় রাখতে
আপনার ও আপনার পরিবারের প্রত্যেকের
ভোটের মূল্য অপরিমিত।

সুসংহত সময়ের বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি পি), বি ডি পি, সি এ ডি সি, আই আর ডি পি, এন সি ইউ আই-এর প্রজেক্ট প্রভৃতি উদ্যোগগুলি মূলত সুসংহত বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এই লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে ভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। স্থানীয়ভাবে আর্থ সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে উন্নয়নের কর্মসূচি তৈরি হচ্ছে। কর্মসূচির মধ্যে আছে কৃষিকাজ, কৃষির সহায়ক ব্যবস্থার পরিচালনা উন্নয়ন, মূলধনের যোগান; তত্ত্বাবধী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য জীবিকার মানুষের জন্য মূলধন এবং উৎপাদিত বস্তুর বিপণনের ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য একটাই — গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মানোন্নয়ন।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা মানবসম্পদ বিকাশের দিকে নজর আছে এবং গুরুত্বও দেওয়া হচ্ছে। মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রটি আরও প্রশস্ত হওয়া দরকার। আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিকটাও মাথার রাখতে হবে। সমিতির প্রতিটি পরিবারের শিশু ও বালক-বালিকাদের মধ্যে যে মানবসম্পদ বিকশিত হচ্ছে তার উন্নয়নের জন্য সমিতির তরফ থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার। সমিতি তার নিজ এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য খেলাধুলা, অঙ্কন, আবৃত্তি, রচনা, কুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে ছেলেমেয়েরা সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হবে, অভিজ্ঞতাসহ সহ স্কুলের মিলিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে, নিজ নিজ সম্ভাবনের ওভারমায় সমিতির সাথে পিতামাতার একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠবে। সমিতিতে ছোটবেলা নাচগানের হাতেখড়ি হতে পারে সাপ্তাহিক নাচগানের ক্লাস প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। উপযুক্ততা, দক্ষতা ও প্রতিভা অনুযায়ী একদিন সমিতির এলাকার এই শিশু ও বালক-বালিকারা উত্তর জীবনের সম্ভাবন পাবে।

কর্মসংস্কৃতির সাথে শিক্ষা ও শিল্পকলার মেলবন্ধন ঘটলে প্রকৃত অর্থে সুসংহত বিকাশের সার্থকতা আসবে। এই ভাবধারা থেকেই একদিন গড়ে উঠেছিল শ্রীশ্রীকৈতনের কর্মবজ্ঞের পাশে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও শিল্পকলা।

সমবায় শিক্ষা তহবিল বাজেটে ১৯৯৭-৯৮ সালে বিশেষ কর্মসূচি পরিচালনা রূপায়ণ খাতে বরাদ্দকৃত অনুদানের তথ্য

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	৯৭-৯৮-এর জন্য বরাদ্দ (টাকা)	৯৬-৯৭ সালে প্রকৃত ব্যয় (টাকা)
১।	রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নগুলির উদ্যোগে নিম্নলিখিত তথ্যের সমবায় সত্ত্বায় উৎস্থাপন।	২২,০০০	৮৪,২৮৭
২।	সমবায় সমিতির সমাধান সমস্যা এবং পরিচালক সমন্বয়ের শিক্ষণ প্রকল্প NCUI Field Project গৃহ	০.৪২,২৬৪	২৬,৭২১
৩।	সমবায়ী এবং সমবায় ক্ষেত্রে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক ও বিদ্যালয় কর্মসূচিরোগের জন্য স্বাভাবিকতায় প্রশিক্ষণ প্রকল্প	২,৮৪,১০০	১,২৮,২৬৮
৪।	জেলাস্তরে এবং রাজ্যস্তরে সমবায় সংস্থার ও অংশগ্রহণকারী	১,২৭,০০০	৭০,৮০৭
৫।	টুক, জেলা, রাজ্যস্তরে সমবায় কর্মসূচি	১,০৫,০০০	৫৮,৪৮৭
৬।	'ভাওর' এবং জেলা সমবায় ইউনিয়নগুলি থেকে প্রকৃতি পরিচালনা প্রকল্পে অনুদান	৪,৪২,০০০	০.০৭,০২৪
৭।	রাজ্য এবং জেলাস্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমবায়ের উপর বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা	১,৫০,০০০	৮৫,২০০
৮।	মহাসম্মেলন শীর্ষক কৃষী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুরস্কৃত করা এবং সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির ত্রিমাসিক প্রশিক্ষণের জন্য সমন্বয় অনুদান প্রকল্পে অনুদান	৫০,০০০	৩২,৮১৮
৯।	বিনির্ভর গোষ্ঠী গঠন পরিচালনা রূপায়ণ	০১,২০০	—
১০।	জেলা সমবায় শিক্ষা নির্বাহকগণ কর্তৃক গ্রামীণ সমবায় সমিতির উন্নয়নের জন্য অর্থপ্রদান প্রকল্প	৪৪,১৬০	৪,৮০০
১১।	সম্পূর্ণ সমবায় ত্রিমাসিক কোর্সে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ ভাড়া প্রকল্পে অনুদান	২৭,২০০	—
১২।	বৈদিক সমবায় এবং বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারে বিজ্ঞাপন প্রচার	৫৫,০০০	২৬,২০২
১৩।	সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণের জন্য অনুদান	১৫,০০,০০০	—
১৪।	জেলা সমবায় ইউনিয়নগুলির গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে অনুদান	২,০৫,০০০	—

□

- * সমবায়ের মজুত ভিত্তি বৈধি করতে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় শিক্ষা তহবিল থেকে মুখ্যত সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচার এবং মানসিকতা সৃষ্টির জন্য অর্থব্যয় করা হয়।
- * প্রতিটি সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বাৎসরিক লাভ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সমবায় শিক্ষা তহবিল খাতে সমন্বয়িত জমা দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনে বাধ্যতামূলক।
- * অধিকন্তু ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলীর ৭১ নং ধারার বর্ণিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যদৃষ্টি ইওয়া এবং সেজন্য সদস্যপদভুক্তি ও সদস্যপদ পুনর্নির্ধারণের নির্ধারিত টাকা সমন্বয়িত জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
- * ১৯৯৬-৯৭ সালে সমবায় শিক্ষা তহবিল থেকে অনুদানের সাহায্যে সমবায়ী এবং সমবায় ক্ষেত্রে কর্মচারিগণের জন্য ২২টি প্রশিক্ষণ প্রকল্প, অছাত্র বিভিন্ন সমিতির ১৭,৭০৬ জন সাধারণ সদস্য ও ১৯৮১ জন পরিচালক পর্বত সদস্যের জন্য সমবায় শিক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়।
- * প্রতিটি জেলার সমবায় শিক্ষা তহবিলের অনুদানো স্বাক্ষর সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমবায় বিষয়ে বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য প্রত্যেকসমাজকে উৎসাহিত করুন। সমবায় মুখপত্র মাসিক 'ভাওর'-এ প্রকাশিত হয়। সমবায় কেন্দ্রে উৎসাহমূলক রচনা ভাওয়া প্রকাশের জন্য পাঠান। ভাওর প্রতি ইয়েজি মাসের প্রথমার্ধে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
- * নারীরা দূরীকরণ এবং সাধারণ মানুষের সুস্থ সাক্ষরীকরণ জীকন যাপনের ব্যবস্থাপনায় সমবায় একটি প্রতিষ্ঠানী সার্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক।

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

সমবায় পরিদর্শকের ডাইরি থেকে - ৩

কনানী দাস

শিষ্টান-দিদা: মায়া ভাণ্ডার, ওরিল খোঁপা, সুখের চামড়ার লতন হজলার তাঁক। সর্বভাষা শিষ্টান-দিদাকে আগে দেখেনি। শিষ্টা-পুলি এমনতর দারুণ পেতে এই প্রৌঢ়ের নামের সঙ্গে শিষ্টান বলে ফলের 'রিব' পর্যন্তই ওঠেছিল সে। দিদের প্রথম দেখা যেনি তবু বি সি এস পলীকা যেবার জন্য তাঁর লিপপুত্রের বাড়িতে এসে উঠেছিল সে। তখন দুই ঘণ্টা, দুই মিনিট আর ফোনের বোনের নিয়ে শিষ্টান-দিদার হতা সংসার। নতুন কড়মুড় বাড়িতে থাকেন ওঁরা সবাই। দিদা থাকেন যেখান হাঙ্গা সময়েই পুজোর ঘরে। তখন তাঁকে দেখে মোকতার উপায় নেই একশ মুকত হওয়া এই মহিলা তিনটি সিও সমুদ্র নিয়ে বর্ধমানের ভাসুকা। নামক গণপ্রাচ্যে কৃষ্ণাভীর্ণ ভীষন বাপন ওপেরেন। সম্পত্তি অধিকাংশ আয়সাং করেছেন সার্বভাষা। ঘরে বাইরে একতরফ দ্বন্দ্ববোধের কিছু দেখেনে নিজস্ব ব্যাপস চারিত্রিক হয়ে গেলেও পরিচয়ন। এসব পলীর শেষে আর শিষ্টান-দিদা ওদু মিলেগা হাঙ্গাযুগী এক চ্যালেঞ্জিং গৃহবন্দু নম, তিন ঘোলামেয়েকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে হাঙড়ার সার্গের উঠে আসা এক গাড়ীতু নমু।

শিবপুত্রের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে প্রথমবার ৭ক সর্বভাষা ওরিল টিটির সামনে আটা নমতে বাতু শিষ্টান-দিদাকে দেখেছিল। হাঙ্গা লগা কুল সে-পরে টানটান করে বেঁধে নিতে নিতে দিদা বলেছিলেন ভাসুকা প্রানের অগ্নি। অকলর পুরনো গাছ। পলিরে বাইরেই শিষ্টান-দিদার মেতে গীতা মায়ির সঙ্গে। মিসময়ন হাঙ্গা নিমগ্না অগ্ন্যবেদ যামীপরিভাঙা হবার পর তিনি নিমগ্নে প্রৌঢ় কুল চাইনাল থেকে বি এ পর্যন্ত পাল করে তখন শিবপুত্রের তরুনী গাঙ্গোত্র ভীষনপ্রল দিদিবলি। এই দুই মহিলায় সঙ্গে বেলগাং করে তবু বি সি এস পলীকা সেবার জন্য সর্বভাষা যখন বহুগুণে কলকাতার ফাটোয়্যে করত শিষ্টান-দিদা বলতেন, 'মেয়ে তো না মেয়ে-কলকাতা'।

সর্বভাষা জালত পলীর মানে হলে পুত্রদের প্রলাভা কৃত মেয়ে। অর্থাৎ প্রায় খোড়ার প্রলাভা কৃত পলা যা নেভের প্রলাভা কৃত

ফাটোয়্যে মত বাপন। মেয়েদের করেই নেওয়া আরে যে নেভেরা গৃহকোলে নমতার, পলতার অমম্বান কহবে, সেক্ষেত্রে বহির্ভাগেই গিরগপলী মেয়েদের তেরে এ বরনের শিরোপা নিলেই পলত। সর্বভাষা কিন্তু ভাল করে ওপেরে যেখিলি একটা নমার কীটা চিন্তিত্ব করবে দিলর প্রাণে। মুহূর্তে কিছু থেকে সে। মোজা হকিয়ে বলে, 'কলকাতার অনেকদিন পড়াশুনা করেছি বলে এটুকু পারছি দিদা, তোমার কুড়ির তো আরও অনেক বেশি। সেই গণপ্রাচ্য থেকে সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করে এখন এসে বসেছি'।

শিষ্টান-দিদা লেখছিলেন অনেকটা কড় বাতুবেগ বাধায়, অনেকটাই অসচেতন অম্বায়। চরিত্রিক দলম্বাধিয়ার মত সামল দিতে দিতে ওরিলে তিনি কখনো হারবে বলতে পারেননি অন্য মেয়েদের বিদ্যাল একমুখী মোহটর মগা তিনি কিতাবে আলসা, কটুইই বা বতর। কিন্তু গীতাবলি হিসেবে সন্তান না সন্তান। ঐ হাতে অস্তিনালকে অত মুখে তান হাততে তিনি কৃত করেছেন একটা একাধ শিষ্টাধ কুলন বৈতরি প্রভে। গীতাবলি বলতেন, 'বাইরের ভগণতা প্রেয়ত। সেখান পুত্রদের আধিপত্য থাকতে পারে, তবে তা কখনই একচেটিয়া নয়। দুই মোহটরায় সেখান চুকে পর, হেয়েও তনি হকুতে থাকা ওয়া'।

পলীর তবু বি সি এস পলীকার বসতে সর্বভাষাকে দেখতে হত সেই সকাল শহরায়। জন্মায়ির কলকাতা শীতে গরম জল থেকে ওক করে কৃতিশী গাঙ্গানসহ গরম এক কলা জাতও হার সমনে তখন প্রভিয়ে দিগেনে পুত্রান মায়িনা এবং অলগাই গীতাবলি। কিতাবে কখন এই তিনজন নমী পলার মেয়ে হাঙ্গা ওপের কুলন করতেন অগ্না, তরুণা তা মনে নেই, কিন্তু গৃহবন্দু মমিনালের দিতে কৃষ্ণভাষা হকিয়ে সে কুর্কত 'মেয়েরা মেয়েদের উয়তির প্রতিবেদক' এসব কথা নিমগ্ন আর শতজন। সুখ আর সুখর পাঠ্যমেয়ে মেয়েরা নমী পুত্রর উজ্জ্বলই পরম বহু হতে পারে।

পলীকার পাল করেছিল সে। তবে সি প্রথম। সর্বভাষা এ-প্রথম কেতে পারেনি। দিদা

পুলি হলেও চাঙ্গা পুর্ণিষ্ঠিত হয়েছিলেন। না তখনইই তরতাক হয়ে গেছিলেন অনেকদিন বাদে। তখন সর্বভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। পলীকা কোর প্রায় একম্বর বাদে পালের মকর তার নিমগ্নে অলগ হয়েছিল। না হোক তবু, একটা চাকরি তো মিলার। পলর পাল আরে বাড়িতে পলীকা অর্থাৎ গাঙ্গোত্রালিটি টেটা। শিষ্টান-দিদা অলম্ব পলিরে বলেছিলেন 'দুই মেয়ে অনেক বটে। দিক পাল করে বেশি বাপু'।

সর্বভাষা প্রাণ গেল করে বলেছিল, 'আমার ঐ কলকাতা'।

দিদা চকচকে প্রাণে মজার হাসি হলে বলেছিলেন, 'তোমার ঐ এসব শালাশাও-টোমোয়্যে পরা টুয়েন বাদে কাপকাপি করা, কলিক কলিক পলীকার পাল করা দেখে শুধু বত চম্পকো লাগে। আরেই অলগও হয়। মনে হয় মেয়েরা তো বাটোয়েলেই লকিন'।

গীতাবলি বলেছিলেন, 'ওদু পুত্রেরে পালিল হয়ে নয় না, নেভেরা সুখের সুখিল পেলে নিমগ্নের মত করেই প্রাণ শতিনলে আহার করে নিতে পারে। শৌর্য করবে গীতে জাঙ্গার, পলহার, পোলাক থেকে কিছু কিছু পুরনো টোমোয়্যে করে হয়েই'।

শিষ্টান-দিদা আসলে হারতে ভালবাসতেন। সর্বভাষার লগা কুলে হার বুলাতে বুলাতে এগুনের দুহিতাবিরে বীকৃতি তিরেছিলেন এই বলে, 'যা না তোরা এগিয়ে অনেক। জাঙ্গারতা ক-অকর গোমনে মিলান। হত কটু বতাইই সব এক হতে যোমটার নিতে। মুখ যে থাকেই দুর্ভাগের তথ। একদিন তার কটীয়েলেদের সঙ্গে তোদের কুলন কর না। তোদের গলরে জোর না পড়ত, কলনে জোর তো আছে'।

কলনের জোরটুকু নিয়ে একটা মেয়ের পথ ঠীটা। মেয়েকে সন্তান করে পলিয়ে গেওতা সুখিগের নম'। সে মোহটরায়, বাড়িতে, দুততায় দাবার করে মেয়ে তার প্রাণ। বসিও তবু বি সি এস পলীকা এবং তার পরবর্তী দ্বন্দ্বপ্রলাভে কুল সুখভার প্রাণে অগ্নি দিতে থালাবা করা হল তাই নমীর্ষ। তার রোম নম্বরের আগে আটকানো ছিল 'এক'। আর এই এক-কৃত

মনুষ্যের জন দাখা হয়েছিল পৃথক করে।
পার্সেলসিটি ট্রেটে তব্ধি। টাঙ্গিয়ার হ্রিৎক
কালের লকন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের
অফিসে বসিবার পরীক্ষা দিতে গিয়ে সর্বজ্ঞা
অবস্থিত করেছিল, সত্যি মেয়ে। কোন ফেল
নেই তেন — এই প্রকারে উত্তরে একজন
বলেছিল, 'হাত ছেলের সঙ্গে মেয়েদের
কতিখি তিয়ার গুয়া অনুবাহেজনত।' কেন
অনুবাহে তার উত্তরে একজন মেয়ে তো
হয়নি করে বলেই ফেলল, 'আমিই হয়েছি
কেন। ফেলনা বা হাট আর আইস্ট্রিভিজ ওরা
পাতলে জানি। অনেকই হাত নাটকটো হয়ে
যেমন পরীক্ষা করে।'

এইসক কথার সত্যি কোন ভিত্তি কিছু
আছে কি না সর্বজ্ঞা জানে না। তবে একজন
কালের নত পরিচয় যে সম্মানসিট ফেলেন
কতিখি আঙও অনুপাতিক হারে ফেলনের
দুসন্ধ্যা স্পষ্টিত। আবার একথাও নির্দিষ্ট সত্য
যে গিহিরে থাকা মনুষ্যকে অন্যর মনুষ্যত্ব
যেমন ব্যাখ্যার কথা নয়। কলার দানে কাজে
সমন দৃষ্টি হয় না। তাই সর্বজ্ঞা কোমরভায়ে
মহিলা সর্বজ্ঞাকে সম্মতি করতে পারে না
তখনই। তবু বি সি এস-ও আঙ অবধি
মহিলাদের জন কোন সারকাল নেই। ফেলে
মেয়ে সমনভায়েই সেখানে গিহির পরীক্ষার
বলে। কতিখি পরীক্ষারও ফেলে বা মেয়ে
হিসেবে আলাদা তাহিবেও ব্যবস্থা করা
দৃষ্টিহীন। সেদিন সর্বজ্ঞার মনে এই ব্যাপার
দিয়ে যে অবস্থিৎ ওটা খ্যাত করেছিল,
আঙও তা সমনভায়েই ফেলে আছে।

কতিখি পরীক্ষা খুব মজা হারনি তার।
শতাঙ্কি গ্রা বা দুশাল সেদের হাবির মত
শাউনি আদ্যনত মজ, জ্ঞানপাতক খসেও
যোগ্য ও বিজ্ঞ প্রত্যেক থাকে গাভার্নীতি,
অর্থনীতি, তার নোনা-পোনা, পছন্দ-অপছন্দ
সম্ভে খুব বীরব্রহ্মই প্রস্তু করেছিলেন।
অতিরিক্ত কথা বা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না,
এই পরিতজ্ঞা নিজেই সর্বজ্ঞা বলে স্বজ্ঞে
মজ ওয়ায় উত্তরওগো নির্যেছিল। সর্বজ্ঞা
তার সহযোগিতাই করছিলেন। সর্বজ্ঞার
ওবাং সেগেছিল পরীক্ষকদেরই জানের
গুণগততা দেখে। তার জ্ঞান্য মাঝা কিছু হয়ে
ওগেছিল তখন গাভার্নীতির জটিল প্রকৃতি
পরীক্ষক সর্বজ্ঞার অবসরের সোপা 'কথিত'
ওগে অবশিষ্ট বলে চললেন পলিক
চট্রাপস্যার কর্মতার লাইন। যে উপকতি

করেছিল পরীক্ষিত চট্রার মনুষ্যের মস্তিষ্ক না
নিজেই হয়ে উঠতে পারে পারলনী। হাত এই
চট্রাইই জ্ঞান্য ওগে গেছে মেয়েদের
কতিখের। গাভাল এই সামাজিক ব্যবস্থা
কতিখি খুব করে তাদের খুব বেঁচে বুঝিয়ে
'রাবার পর বাওরা আর বাওরার পর রাবার'
বৈধিহাযনি চক্রে।

পার্সেলসিটি ট্রেট মজ না হলেও মজ মজ
হয়েছিল। সর্বজ্ঞা তার বছরখানেক অপেক্ষা
করে জামতে পেরেছিল যে আর সি-প্রশ্নের
নয়, তার মজ মেয়ে এসেই সি-প্রশ্নে। নিত্যর
নুহকে পড়েছিল বাড়ির লোকেরা। এমনিতে
একবার রোশাট বেজতে খেদি হওয়ার
প্রতিক্রিয়া পরিচরনা প্রাথমিক কাজে হুজব করে
কলতে ওক করেছিল, 'ও চাকরি আর নিলবে
না। ওকুরে তো আয়ারটিন্টে ট্রেটার এসে
গেছে।' ইত্যাদি। আসলে তবু বি সি এস
পরীক্ষার নামটি এত সম্মানজনক আর
মহানব্বক যে সর্বজ্ঞা কিনা স্মৃতিয়ার ওগে চাল
পেয়ে বাওরার নিকটজনা বহু বিস্তৃত হন।
সে মেয়ে সেখানে এই বেকারদের দুগো একটি
সিনও তাকে বেকার থাকতে হলে না এই
সত্যকানই প্রতিবেদনের প্রতি কম (শক্তি
জন) এও বসী নাটকীয় অভিজ্ঞতেন
কলোপাতোয়ে কল বীরক অর্থি - (সেবিয়া)
করে দুগেছিল।

আরও একটি আদর্শের ব্যাপার ছিল তার
নিয়োগ-এর পন্থি। সর্বজ্ঞা সাধারণভাবে
ফেলেছিল সি-প্রশ্ন কতিখি পরীক্ষা আছে, সি-
প্রশ্ন নেই। অথচ সববার পরিমর্শকের
পন্থিতে তার কতিখি পরীক্ষার নম্বরও তাকে
সাহায্য করেছে, যদিও পলটি সি-প্রশ্নে। এই
ব্যবস্থার কারণ কি সে বোঝেনি। কেন তবে
সববার পরিমর্শকের পন্থিকে রাখা হয়নি সি-
প্রশ্নে, কেনই বা পরিমর্শকরা পয়েস না সি-
প্রশ্নের উত্তর কোমরভায়ে বাও একটি বিস্তার
তর করে। সমস্ত মেয়ে ও খুব সর্বজ্ঞার জন
হয়েছে সববার পরিমর্শকের পন্থি আসলে
কিছু এককি অবস্থানে কুলে আছে প্রহসনবার
একটি ব্যঙ্গনা পুরস্কার হয়ে।

তবু সেই পুরস্কার গ্রহণ না করবার কথা
সর্বজ্ঞা ভাবেনি, সর্বজ্ঞার মত ছাত্রর দাক্তর
ফেলনেরও ফেল হারেনি। কারণ যে সময়,
যে সময়ের তার জন্মেছে সেখানে চাকরি হল
জীবনে মেক। এই মোকল্যেতর মজ নিয়ে
মানুষ পেতে তার বাস্খা ও নিশ্চিততার

সৌভত। যদিও ব্যস্তত সর্বজ্ঞা সেখানে এই
বাস্খা ও নিশ্চিততা অর্থে আনেকিক নয়।
যে কোন কিছুতেই মনুষ্যকে তাক্তিত করতে
অসম্ভব ও অস্বিহতা। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের
জীবন শেষ করেই সর্বজ্ঞা দুশত বেঁচে
গিরেছিল চাকরিটি পেয়ে তা অস্বীকার করা
হারে না।

খুটি পর্ব তখনও কতি ছিল। হাস্যরস এক
বেজিকেল ট্রেট। খুটিপতি, চকটপীক্ষা এবং
সেইবারে মানুষি ব্যবহারেই যে একজনকে
চলবীর সুস্থতা মাপা যায় তা ফেলে মারপটাই
জানাম হয়েছিল তার। বহুত কলকাতা।
বেজিকেলের ভাভারটি ছিলেন হায়েই লম্ব
বিশেষত মেয়েদের প্রতি। যে ট্রেট করেছেন
হাত লগা জীবনে। প্রথমই বাড়ির তিননা
সেমে মেয়ার কামার বসেছিলেন, 'কেন এম
শি-এ গ্রিগা কেন আমননের ওমিকটা।'

জাতকর কা থেকে হায়ে একাটর প্রম
মাঝা কর্তেই বসেই একটু হকচকিয়ে গিরেছিল
সর্বজ্ঞা।

'সে কি। বি সি এস পাল করেছেন, আর
এইহু জানেন না। সইবুলিন ট্রান্সি। কি ঠিক
তো।' জাতকর বেশ রসিত হারেন। সঙ্গে সঙ্গে
মাঝা কিছু করে আদ্যম হৈরি করে বলেন,
'আপনাদের আর কী জেকআপ করব। সেটা
ভালও দেখান না। সার্টিফিকেট দিয়ে যে, ১৬
টকা দিয়ে যান।'

তবু হয়ে বেগিরে এসেছিল সর্বজ্ঞা।
টকটা জাতকর হাত ওগে দিয়ে। জাতকর
লম্ব হুটিস মিকে তাকিয়ে আর ভলসা পায়নি
পরবর্তী চেকআপের। তাকে মনে রাখতে
হয়েছিল সে কী। কেউ তাকে অপমান করে,
কেউ অপমানের তার সেগিরে হুপ করিয়ে
রাখে।

পুলিশ তেরিকেশনের বিষয়টি আরও
কৌতুককর। নিকটবর্তী থানা তাকে ডাকা
হয়েছিল। সবমত মেজানব্বুর সাহায়ে থানা
থেকে বসে তখন কেঁদে কেঁদে থানা
কলোপাতের কথা হলে জাইরি করছিলেন এক
মহিলা ও তার মেলা। প্রত্যেক বহক নিতে নিতে
মেজানব্বু মস্তিকভাবে কিসম সম্বন্ধেপে মিলে
মিলিটির সই করিয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন।
সর্বজ্ঞার আসবার ইচ্ছানা ফেলে তিনিই
খানার প্রবল খতির করলেন তাকে। তা ইত্যাদি
অনুরোধ সেমে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করলেন,
'আপনি বাড়ি যান। ঠিকঠাক রিপোর্ট চলে
যাবে।'

হিলেট স্ট্রাইট রিকচাক ঘিরেছিল। খুব
মজার কথা, একটি প্রচণ্ড তাক করা হয়নি।
কখন হেলসের পুলিশ ডেট্রিকিয়েলসের অংশই
খোঁজখবর নেওয়া হয়ে থাকে। নির্বাকভাবে
বসুধা বলেছিল, 'মেয়েদের কোমল, কমনীয়
নুপুংসার কোন জলিতা থাকবেই পারে না
এই বিশ্বাসেই মানবীয় পুশিশকর্ষীরা
সর্বত্র ভ্রাতৃ বিনা প্রথমেই অব্যাহতি
দিচ্ছেলেন।'

সর্বজ্ঞা তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিল
কথটা সার্বলে সত্য নয়। হলেপি আমলে বা
মস্ত এবং মস্ত কোমল নুপুংসার হয়
আওমবেকা মেয়েকে পুশিশের কাছে
নজরানু হতে দেখা গেছে। তাদেরকে ছেড়ে
সেওয়া হয়নি মোটেই। আর ইতিহাস ও
ইতিহাস-আমরী গল্প-উপন্যাসের সিক্ত
ভাবকে ভেটা মেয়েদের পুশিশ, অশাসন,
রাষ্ট্রের খুব একটা সিলেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে
হবার কারণ নেই। শত্রু শিবির থেকে
লক্ষ্যমাত্রী আসেজা কল্যাণের এনে বিত মানস
লিডাভল্লোয়াক। আমলমঠ উপন্যাসে
লামাজম বৈকরী সেক্রে পল্লি ইয়েজলসের
গোনে দুই প্রকৃতি বাক্যসল করে দেয়, এমনকি
সেদের এক প্রভানবীকে বোনা বিফোরলে
হাতা করলে ব্যবহৃত হন পুশিশলক্ষ্যী এত
তরুনী। কাজেই সব দুইই আসলে মেয়েদের
জনা এই সত্যকি অসত্যকি প্রবাসীর পরিচয়ে
বলা উচিত সব বুঝেই বেজোও অলো দে,
কখনও প্রত্যাক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষ। দুজের
দাঁজ লিহিত থাকে সন্দের গঠিত। আর এই
লুই এর লম্বকের দুইইনি অলোবকামী সমরই
পুশিশকে এমন নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ করে
গেয়েবে।

অলোবে আসে চাকরিতে কাজে করবার
নিমটি। সমরার সম্বন্ধে তখন সর্বজ্ঞাভার
কিনুবার বলনা নেই। তবে মূলত দুটি মনুষ
তাকে অকিস-কল্লি, অকিস-কলুন, পরিবেশ
পরিষ্কৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে
অনেকটা চলনশীল করিয়েছিলেন। একজন হাল
মস্তক জেলাভার অকিসার তার আভ্যন্তরে
কয় বাবা, অকজান সমরার মস্তুরে উগ্রপদম্ব
অকিসার ও পরিবারিক বস্তু, সাহিত্যায়নিক
বেকটীকরন বিশ্বাস। এই দু'জন এবং
পরিচয়ের সফলতাই লিহিত উক সহযোগিতার
চাকরিরও সেকলমানে লিহিতই সর্বজ্ঞা ছিল
আশাখিলা। কিন্তু উৎসুক ও বিনবী।

বোমলনের দুইটি একটি প্রবীল রুক। আশা
করা যায় সেখানকার পরিবেশ ও নিয়মসমূহ।
কিন্তু সর্বজ্ঞা শুধু মোহের মধ্যে লিপেই চলতে
চায় না, সে চায় মোহের সমান্তরাল আরও
নবনিক একটি নিভান-ঈশ্বর মোহের অনুসরণী
হয়ে। প্রভেজনে নতুন মোহটির প্রচলন ওক
করতেও সে তৈরি। তাই প্রথম লি খবরের
মোটা কাগজের একটি বড় কুল কাটিজ
পড়েছিল সে। তার ওপরে ছিল কাশীরের
কাগজেরা হালকা ছাচেট। নতবেজের শীত
সেজের হবে যেতে বলছে। বসে করে এক
ফটা বেতে বেতে সর্বজ্ঞা দেখেছিল সর্বের আর
বলিশদের কেত। তার সর্বি মালমতো দাল
খিনি এ এই দুইবে কুল-পরিবর্ষক বলে তার
সরি) কলসিছিল, 'ওই কিন্তু প্রানমল, বি তি ও
তেরক ললেনে না ভ্রো এখানে লাক্তি লগাইই
নিয়ম। এইসব পেলার চলবে না।'

সর্বজ্ঞা চিহ্নিত হয়েছিল। প্রথম লিপেই তি
তাকে এইরকম দুঃখ কোন ব্যাপারে কথার
পিরে কথা চাপতে হবে? আসলে চাকরি
পাবার উত্তরকনা ও আমলকে ছলিয়ে তখন
তার চেতনের কোন একটা খবর বলা দিয়ার
জনা ছিল। তখন সে জানত না। তবে সব
খিগিয়ে সর্বজ্ঞা চাইছিল খুঁ মিগপাং, পাশ
করেকটা আশাশী দটা। খুব চেতর থেকে
একটা নিশ্চয়তা চেয়ে ফেলছিল তাকে।

না, সেহকম কোন গোশাক প্রসমত
ওয়েনি। সেকেন বি তি ও জোবাও সিরে খবর
সর্বজ্ঞাকে অলো: করতে হয় প্রায় মেড়
ফটা। বেশ ছোট খকবে কথার রুক অকিসে
এসে কুল থেকে সেকলার পথে বসে থাকত
সে। তখন থেকেই শিকন, অকিসাল, ল্লার্ক
ইত্যাদি প্রবীতনে গড়া রুক অকিসের
পরিবেশে তার বেশ পরিচিত। এই অকিসের
পরিবেশও প্রায় সেকলমই। খুব শীতল একটা
নিশ্চয়তা মনুষওপায়কে উত্তেজনানীল করে
গেয়েবে। এখানে বকল বা অলোয়ান বিখ্য
অথার লকিত। সর্বজ্ঞাই সময় করিলের কল
কিনু রাজকর্ষি, কিনু দুইটি, কিনু সিনেতা বা
টেমিভিনলবের চলপি ধাধাখারিক নিয়ে
করবারা বলে। তবে বিলোমলে বেশির তাগ
মনুষই ঈশ্বরবির্ভূত কিনু বলে মনে করে।
সার কথা বলতে তি এ, ইনক্রিয়েন্ট, পে-
কমিন, এরিয়ার বিল, ইলকার টায় ইত্যাদি
সম্বন্ধে কুলতরা নিরুপন। নতবেজের সেই
শীতল দিনে ঈশ্বরে একটি সর্বিদুর্ভে বলে

সর্বজ্ঞা অমর্য অমর্য ওয়েনি তি ও মনুষ
ওকু মিরে দু'জন ঈশ্বরে অলো কুলল তর্ক।
ইলকার টায় এরিয়ার কল মনুষ কাগল নিয়ে
একজন প্রবীল চেয়ারের মনুষের বাকিসের
তাক লাগাবল চেয়ার তাকল, একজন স্কিম
কোটা কুলল বাকিসের 'বৌটি খুব বড়
করলেন' বলে চালু রিকচকা এবং অকিসকর্ষী
বি তি ওই প্রতি জনক শিতলনে বিকিসকৃত
টিকি, ইত্যাদি। হঠক সর্বজ্ঞার মনে হয় সে
মনে একটি ইদুর। ক্য ঠোঁড় টুকে পড়বে
লক্ষ্যতাওগে। সেখানে আরও কীক ঠোঁড় ইদুর
চলে-সিরে বেড়াচ্ছে। তাদের জন্য বিশেষ
চিহ্নাকলনা নেই, শুধু বুটো-খাওয়া ছাড়া।
কিন্তুসব মনে তার চেয়ে হালসে ঈশ্বরে বিহিত
সমন। লিও বরল প্রজাপতি, লক্টিং ধরতে তার
মুণ্ডের মোতা খলি না শিতলনে সলসে বুটো
বেজোনে, ভিগোরা বরলসে খরকি পাশ লাক্তি
পাট পাট করে পাশে ফেলিও ছাড়া সিরে ছোট
খাওয়া কুল নাহিলের কলসকল, মনে শব্দে
কলসে বড়তা। প্রবণতাই শিখিতকলে
প্রিগপার হয়ে ওঠ, আমল বাকিসের মনে খুব
বেজোনে ইয়েমলা, ঠোঁড়কলনা বা লক্টিং মতা।
মুটলস থেকে মর্জারকল সব কলি এই কিলে
পড়ার ওয়ে। মনে পড়ে বিকিসকলার সেই
ললারিকি দলারিকি লি। ঠিককয় সেকড় মত
তার প্রায় অক অকিন মনুষা কল এসে শিতল
এই ঠোঁড় অকিসে। সেখানকার ব্যতবরণ
মনুষওপায়ের প্রায় মূল ফেটে লক্কর মনুষ
করে কলসে। সর্বজ্ঞা জানতেও পারেনি
কখন তার কলস লিখে চললে —

ঠোঁড় ইলকার টায়ের হিলেপি মিলেবে
সব কিনু মনুষী যোটিমুটি
চেল চেল, কলন কুলে মনুষ টেলিল
বলে

লিহিতক অনুভবে —
যেহে অকিনমীতরে কলকর্ষক করে
কয়েকু পাশের কলে বিকালী প্রায়
কলহতা প্রকল করে দুই লক্ষিত হয়।।

হ্যা, এত শীতলও এককলি প্রায় সর্বজ্ঞার
পায়ের পাডায় এসে পড়েছিল। জে বিকিনিক
করে হারালি। সর্বজ্ঞা পা লিহিতে নেয়।
কিসকিল করে বলে, 'আজ থেকে তোমার
মনে জার কথা নেই। আজ থেকে অক্টি।'

With Best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLES' CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)

Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House

Durgapur - 713 204

Phone : 0343/56-2393, 0343/56-4722

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড

উত্তরপাড়া : হুগলি

ফোন : ৬৬৩-১৭৯৮

আওয়েনের ধর্মচিন্তা

জোনাথান বার

(মিলাদ ১৭ শতাব্দীর পর)

[ব্রহ্মট আওয়েন এমন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে ঐক্য ইটনিজমসমূহ হবে উৎপাদন সমূহ, যারা নিজকে নিরস্ত্র করতে আর সর্বোপরি পবিত্র সম্পদ যুক্ত উৎপাদনমূলক কো-অপারেটিভ সেলসিউটিসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে রাষ্ট্র।]

আওয়েন সকল ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করতেন। তিনি মনে করতেন ধর্মের ব্রহ্মাঙ্ক বিতর্কিত। ধর্মের সমস্ত বিষয়ই সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ধর্ম সেই ধর্মের মানুষকে মনে মনে ও গোঁড়া ধর্মের সৃষ্টি করে। ধর্মের অনুশাসন তাকে অনুশাসন মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে, অস্তিত্বকে তৎক্ষণাৎ অস্বাভাবিক করে। ধর্মের স্বাভাবিক সত্যকে মানুষ বুঝে ও কাহীন ব্যক্তিরে পর্বনিত হয়ে পড়ে, এমনকি কৃষ্ণ ধর্মের, ধর্মোক্ত বা কৃত তত্তে পরিণত হয়। ধর্মের স্বাভাবিক এই প্রভাব কাপড়ের মতো মানুষের মনে পড়ে, সমস্ত মনে প্রায় মানুষের ধর্মের চিন্তা বা ধর্মের ধর্ম কখনই স্পষ্ট হয়ে না। এ ধর্মের সকল ধর্মের প্রভাব মানুষের মনে গভীরে সঞ্চারিত, পোষাক, খাদ্য, বিতরণ ও নিত্যের বীজ সমস্তভাবে বন্দন করে থাকে যা মৌলিক বিশ্বাসকে ভাঙতে চলে। সমস্তভাবে আরেক কিছু করার মানুষের মনে প্ররোচিত হয়ে থাকে। ধর্মের প্রভাবের ভিতরে গভীর প্রভাব পৃথিবীর অতীত মনে জনজীবনে করিম। কঠোর, নির্ভর, স্বাভাবিক আঘাত হলেছিল। আওয়েনের মতো আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে তিনি কবীরের বলাতনে যে, তোমরা প্রভাব দিয়ে মানুষের মনে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা প্রচার করে। ধর্মের অস্বাভাবিকতা, বিতরণের সাম্প্রদায়িকতা ও বিতরণের পালসারীর পরিবর্তে সৌহার্দ্য ও সমতার পরিমণ্ডল গড়ে তোলার কাজ করে। বর্তমান বা সামাজিক ঐক্য কঠোর কঠোর লক্ষ্যে গঠিত হয়। তিনি আরও বলাতনে যে, 'আমি তোমাদের অস্বস্তি কিছু করার কথা

কবীর না, আমি জানি তোমরা কি কর বা তোমরা কি না কর। আমি তোমাদের চিন্তাভাবনা করতে কবীর যে, প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের জন্য তার অস্বস্তি করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, বিবেকের স্বাধীনতা রয়েছে। নিজের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব করার অধিকার রয়েছে। আমি তোমাদের ধর্মের পক্ষে নই, পৃথিবীর কোন বলাতন ধর্মের আওতে আমি অস্বস্তি করি না। আমার কাছে সব ধর্ম এক ও অস্বস্তি।'

আওয়েনের এই বর্ম বলাতন তিনি ১৮১৭ সালে ২১শে অগাস্ট লন্ডন শহরের ট্রান্সপোর্ট এক সমাজ তত্ত্ব করেছিলেন। সেই জনসভায় সমস্ত ধর্মের মানুষের সম্মানমূলক হাঙ্গামা এক সোভারেন নিম্নগত হয়ে তার বক্তৃতা শুনে মেধিত হয়েছিলেন। সভাটি উত্তেজনার ভরপুর হয়ে উঠেছিল ও অস্বস্তি উত্থাপিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। আওয়েনের কিছু ছিলেন সেন্সিটিভ ব্যক্তিত্বের যিনি লক্ষ্যবস্তুর বিষয়ে পতিত ছিলেন। তিনি ও ইংল্যান্ডের লক্ষ্যবস্তুর জন্য সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় গভীর যিনি শহরের রাজ্য নিয়ে বেঁটে ধর্মের সমস্ত আওয়েনের সম্মান দেখা হয়ে গিয়েছিল। আওয়েনকে সেখানে বলাতন সম্মান করতেন সমস্ত মনে আর বলাতনে যে আশ্রয় গভীরতম জনসভায় ধর্ম সমস্ত বা বলাতনে তা আশ্রয় যারা হাউস অফ কমন্সের লিবারাল পার্টির সদস্য যিনি এর অর্থ বলাতন করে আশ্রয়ের স্বীকৃতি পুড়িয়ে মারা হত। আর আশ্রয় সিটি নির্দিষ্টভাবে রাজ্য নিয়ে বেঁটে মনে কেন কিছুই হয়ে।

ইতিহাসে এ ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সমস্ত জন ও ধর্মের কুলভিত্তিক মনে মনে প্রভাবের সোভারেন জন বিজয়ী জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। পৃথিবী সূর্যের চরিত্রকে খেতে ইত্যাদি সমস্ত বলাতন জন ধর্মের পক্ষে চার্টার অস্বস্তি সমস্ত করতে হয়েছিল।

সভার বলাতন সাম্প্রদায়িক বর্মমতে

কৃষ্ণমিত কুলভিত্তিক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল তখন আওয়েনের মনে হয়েছিল যে সোভারেন জনকে হাউসে তাকে হিউ টুকরা টুকরা করে দেখে। বেঁটে ধর্মের ও কুলভিত্তিক প্রতিহিংসা হাউসে তাকে অস্বস্তি করতে কিন্তু উক্ত অস্বস্তি প্রতিফলন ঘটেনি। সকলে তার বক্তৃতা শুনে হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল এমনকি কিছু ব্যক্তি মনে থেকে প্রভাব হয়ে এসেছিলেন যে তারা আওয়েনের বিরোধিতা করতেন, পরে তারা আওয়েনকে বলেছিলেন যে তার বক্তৃতা শুনে তাদের মনের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। আওয়েনের বক্তৃতা ইলেকট্রিক শক্তির মত তাদের মনে কাঙ্ক্ষিত হয়েছিল। দুর্বল মনুষ্যের তার মনে হয়েছিল সোভারেনের তরফ থেকে বিতরণ প্রদর্শিত হয়ে, তবে যে কিছুই ঘটেনি তা নয়। কিছু শর্ত সত্য মনে মনে হিন্দু হিন্দু মনে করেছিল। পালসারীর মতো আর হাউসের পালসারীর মতো অস্বস্তি বলাতন হতেছিল, তখন কিছুই ঘটেনি। সভা শেষে বলাতনের কাছে আওয়েন বলেছিলেন, বিতরণ অস্বস্তি হয়েছে। মতই সর্বস্বত্বময়।

আওয়েনকে প্রায়শ ব্যক্তিগতভাবে জন অস্বস্তি করা হত, কারণে তিনি ছিলেন অস্বস্তি তবে তিনি কবীরের ছিলেন। তার বলাতন আশ্রয় প্রদানের জন মনে গিয়েছিলেন (ক) প্রত্যেক ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে তার নিজস্ব বিবেকের মাধ্যমে অনুসরণ গভীরভাবে, সমস্তভাবে দুর্বলতম সমস্তের ব্যক্তি করতে পারবে। (খ) কেউই অস্বস্তি হাউসের ও বিশ্বাসকে অস্বস্তি করতে পারবে না তবে সুস্থ ও বলাতন পুড়িয়ে মারা প্রভাবিত করতে পারবে। (গ) সমস্তের বা বিশ্বাস প্রকাশের জন কোন প্রশংসা বা নিষেধ, ওপ বা কঠি, পুড়িয়ে মারা বা আঘাত হয়ে না। (ঘ) অস্বস্তি চিন্তার বাধা বা আঘাত না দিতে, সকলের জন্য বা সকল ধর্মের জন্য সমান অধিকার থাকবে যাতে সোভারেন শক্তি যার

মিলেছে পরম্পূর চোখে ও বিস্তারিত নিরীক্ষিত হচ্ছে তাকে লক্ষ্য করছে, সেই পক্ষিকে যে কোন পদ্ধতিতে উপাসন করা বা বিবেকের প্রয়োগে উপায় তার সাক্ষ্য করা।

আওয়েন "দুর্ভিক্ষের বর্মে" জন নীতি ও নীতির উপর দৃষ্টি ফিরান দিয়েছিলেন যার মধ্যে দু'টি তিনটি প্রধান ছিল। (১) সমস্ত আশ্রয়স্থল মানুষ বা আর পশুকে কেনেছে তার সেবা যার যে সমস্ত অস্থিরের জন্য বহিঃ বা অধ্যাক্রমণ বর্তমান। তাদের অস্থিরের পক্ষের প্রতিপক্ষিত করণ নিহিত রয়েছে এবং বিস্তারিত পদ্ধতির পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সেই যোগাযোগ পদ্ধতিতে পৃথিবীর মধ্যে মেলে মানুষের আত্মা, প্রিয়, ঈশ্বর, জিওতা ইত্যাদি মনে ছেতে থাকে কিন্তু বিনা এটাই যে সেই পদ্ধতি সমস্ত মানুষ একত্রে অল্প এবং সেই পদ্ধতি সমস্ত কি হবে? (২) আশ্রয়স্থল ইতিহাসে প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণে সুশৃঙ্খলিত পৃথিবীর উপর সৃষ্টি জীবনমুদ্রের ভিতরে ও বহিরের বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের জন্য সৃষ্টি

হয়েছে কিন্তু তাদের যারা সৃষ্টি হয়নি। এই নিয়মমুদ্রার মানুষের ভিতরের ও বহিরের বৈশিষ্ট্যগুলিও মানুষের জন্য সৃষ্টি হলেও মানুষের যারা সৃষ্টি হয়নি — এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্যভাবে কল্পনা করা হয়েছে। (৩) বিন্যাস জন্য জ্ঞান : সমস্ত ওজন পূর্ণ কালকাল প্রয়োজনীয়ভাবে প্রত্যেকের মধ্যে এক নতুন, অহম এক পন্থা বহন করে সৃষ্টি করে যা অনুযায়িত চরিত্র, ভাবনা ও বৃত্ত প্রত্যেকের জন্য বৈধ। সমস্ত জীবের প্রতি বহনবোধ জাগ্রিত করে। সর্বোপরি এই বিবেকের বিভিন্ন জীব জগতের সৃষ্টির পক্ষের সর্বজনীন অনুভব উৎস নিহিত রয়েছে যা মানুষ বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করেছে।

আওয়েনের সমস্ত দার্শনিক মতের অধীনে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে আসে বড় হয়েছিলেন। আওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল আওয়েন এক সময়ে বুদ্ধ চিত্রের মানুষ, পিতা আওয়েনকে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথমেই বিতর্কিত সম্পর্কে আওয়েন মতামত কি তা

জানতে চান। আওয়েন উত্তরে বলেছিলেন "তার উপদেশমূলক শিক্ষাদাতিকে আমি পালন করি, একের প্রতি অপরকে সত্যবাদী ও সত্য প্রকাশ করতে আমি সক্ষম করি।" এরপরে পিতাকে প্রশ্ন করেন, "যদি যে ভাবনের পুত্র তা কি তিনি অবস্থান করেন। পিতা বিশ্বদৃষ্টভাবে পুত্রের প্রশ্নের প্রতি বলেন, "যে পুত্র, তুমি প্রশ্ন করছো কেন?" একটি মেলে তিনি পুত্রকে প্রশ্ন করেছেন "যদি কি ভাবনের পুত্র? পাশাপাশি প্রশ্ন রাখেন, তুমি কি মহাশয়ের নাম শুনেছ? প্রত্যেকের পুত্র বলেছিল। "অধি ওয়েনই অন্যর মানুষ আছেন যারা মহাশয়কে ভাবনের পুত্র বলেন। তারা ভাবনের পুত্র হিসাবে মনে করেন না। তারা মহাশয়ের কোরানকে ভাবনের বাপী হিসাবে মনে করেন। তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন যে ব্যাবলিকরা কি খ্রিস্টান। পুত্র উত্তরে বলেছিলেন "না। তারা গোপ বিবেচনী।" পিতা বলেছিলেন "খ্রিস্টান মানে প্রটেষ্ট্যান্ট।" অনুপ্রাণিতভাবে ই সমস্ত ধর্মেরও তাল রয়েছে। বহিঃবল অন্য ধর্মের কাছে প্রশংসাপত্র নয়। এই কথোপকথনের মন্ত দিয়ে ধর্মের স্বাক্ষর প্রকাশিত হয়ে পড়ে। □

শারদীয় ভাণ্ডার '৯৭ সম্পর্কে

প্রবন্ধ 'ভাণ্ডার' সম্পাদক সর্বোপমু,

১৯০৮ সালের শারদীয় ভাণ্ডার পড়লাম। সংখ্যাটি এককথায় অনুগ্রহ। অতি সুসম্পাদিত, সুব্রিহিত, সুসর বেক-আপ সম্বলিত পত্রিকাটির সমস্ত সেবাগুলি — কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সবই অত্যন্ত জ্ঞানপ্রসারী। তুমি এই মন্তে কিছু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, যেমন বিবেক লাভিত্ব, অশোকেশ্বর সেনগুপ্তের গল্প : কল্ল কল, শব্দরাসন সুখোপাধ্যায়, ফেনিট প্রকাশের কবিতা : সুসীল ঘোষ, ওজন সন্ন্যাস, অসীম চার, উৎপল চক্রবর্তী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বীণালি ঘোষ, অজয় কুমার প্রবন্ধ ও প্রকাশনাগুলি মনে দাখা রেখে যায়।

শেষের কবিতা : যত পরিসরে সম্পাদকীয়টি অনবদ্য। প্রবন্ধ পত্রিকারটি সহজ সরল, অর্থক্ৰমবাহিনী। অল্প বোটা অনেক বিবেক করে নাকো যেত, তা হ'ল পাদপুর্বে অনিবেশের সন্ধিগ্রন্থ জীবনময়ী। প্রসবত অব্যাহত আসের সংখ্যাগুলিতে সর্বোচ্চ মানে জ্ঞান এমন সাহিত্যিক, নিরীষী ও বিশিষ্ট গুণিত্বের সন্ধিগ্রন্থ অর্থ উৎসাহবোধে অসীমালী (জ্ঞান ও দুঃখ সহ) প্রশংসার দাবি রাখে। শারদীয় ভাণ্ডার জ্ঞানের ট্রেজারিহক যে আলো জ্বালান যেওনা হয়েছে, তার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। বাসরকে সন্ধ্যা কালের 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সিরীসই সম্বলিত হ'ল।

ইতি
শ্রীমতী পূর্ণা বিত্র
নেত্রকল্যান
পেন্সনডার
উত্তর চব্বিশ পরগণা

খেজুর রস : সুস্বাদু হেলথ ড্রিন্‌ক্‌

ড. কুলদেব সেন

ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত অধ্যাপক কথো, বিজ্ঞ এমএ ও পরিচালক আসে। তখন কুলে পড়ি। পরীক্ষার পর, প্রতি শীতে ওয়াশিংটন পিসির বাড়িতে দু-একদিনের ছাড়া বেড়াতে যেতাম। পিসিসের বেশ কয়েকটি বড় বড় খেজুর গাছ ছিল। আমার যাবার প্রধান হেতুই ছিল ওই খেজুর গাছের রস পান করা। ছাত্রাশ্রমে শীতের সকাল, সন্ধ্যা পড়ে, উটিকা খেজুর রস পানের আনন্দ ও আনন্দেরই আসল। দুমুড়ের মধ্যে পল্লীর ও মন দুই-ই মনে উদভাঙা হয়ে ওঠে। খেজুর রসের ওই মিষ্টি স্বাদ একবার যে পেছনে ত্যাগ করতে এর অস্বস্তি উলকে উপেক্ষা করা কঠিন। আজও শীতকালে গ্রামাঞ্চলে গেলে পূর্বের ন্যায় উটিকা খেজুর রসের প্রার্থী ও থাকে না। শৈবেও একবারের আবার অমৃতুল ও নয়। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে নানা কারণে শহরে আজকালে এটা অবিস্মরণ পর্যায়েই চলে গেছে।

কলে শহরে অমৃত ইন্দ্রি এই অমৃত স্বাদকে প্রায় তুলতে বসেছে। খেজুর গাছ গ্রাম-গঞ্জে খেজুর-সেবনে হতে দেখা যায়। এই গাছের জন্যে যেমন কোনও যত্ন-অতিরিক্ত দরকার পড়ে না। এমনকি কচা বা গুহপলিত প্রসী এবং রোগ-ভোগ থেকেও এই গাছকে রক্ষা করতে বিশেষ কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। তাহা খেজুর রস রসনার তুলি জোড়ানে স্বাদও এর পুষ্টিও যে নেহাত দৃশ্যমান নয়, সেই হলেও আমাদের অনেকেরই অজ্ঞান। এই নিমিত্তে 'হাই উটিকা' খেজুর রসের পুষ্টি মূল সম্পর্কে কিছু অজ্ঞানতা দূর করা হল।

উটিকা খেজুর রস কার্ণেইজি ব্রুইন ও কলম্বাসের তরু ঐশ। প্রতি ১০০ গ্রাম রসে এরপর পরিমাণ ৫৫৫-১১ গ্রাম ও ১৪০ মিলিগ্রাম এই কার্ণেইজি ব্রুইন। উপস্থিতির জন্যই এটা হাতে নিচি নিচি লাগে এবং এই রস পান করলে

টাইফলি এনার্জিও বেশে। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতি ১০০ গ্রাম রস থেকে প্রায় ৪৪ কিলো ক্যালরি এনার্জি পাওয়া যায়। কলম্বাসে দেখে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলে হাড় ও ঠাট মজবুত করতে সাহায্য করে, সেই সঙ্গে পল্লীর কার্ণেইজি ব্রুইন এবং জটিলকরণে জটিলকরণে কলম্বাসে দারুণ সহ। এছাড়া বহু মাত্রায় অন্য প্রকারের রস। ঐশালম যেন প্রোটিন, মিনারেল, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ও উটিকা খেজুর রসের বর্তমান। আর আয়ুর্বেদিক মতে এই রস উত্তম মুকেপক ও শীতকালে প্রকারে লিক এমএও স্বাদ মূল্য বসি খেজুর রস লাগে। যা এক সালের নবুনের ফের এটা এক উপকারে স্বাস্থ্যের পল্লীর। অতএব সর্বিৎ গিয়ে হাড়া খেজুর রসকে এক ন্যায়পাল মনুষ্য প্রেম্য ব্রিঙ্ক করলেও সেবহর অমৃতীয় হলে না।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

অন্যান্য ইনামধন্য ব্যক্তিদের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে জন্ম আর এক দেশ সেবকের। সুবিখ্যাত এই দেশনায়কের জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ সালে। ব্যারিস্টারি ছেড়ে তিনি গান্ধীজি (১৮৮৯-১৯৪৮)র অধিনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। জমিক অধোনে নেতৃত্বের জন্য তিনি স্ট্রী নেলী সেনগুপ্ত সহ কারাক্ষত্ব হন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি বা ওয়ার্‌কিং কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। গান্ধীজি হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন কুলে নিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২২ সালে বরাদ্দা মল গঠন করেন এবং তিনি তাতে যোগ দেন। পাঁচবার তিনি কলকাতার মেয়র হন। ১৯২৫ সালে হঠাৎ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২৮-এ তিনি কলকাতা কংগ্রেসের অধ্যাক্ষা সমিতির সভাপতি হন। রেলুন ও জালিয়ানওয়ালাবাগে আতঙ্কিত বহুতার জন্যে তিনি কারাক্ষত্ব হন। পোলটেলি বৈঠকের সময় তিনি বিলাত যান এবং ফেরার পরে জাহাজে বন্দী হন। প্রথমে বরোদা জেল এবং পরে হাটিলিং ও রাঁচিতে তাঁকে রেখেও ব্রিটিশ সরকার শাস্তিতে থাকতে পারেননি। শীর্ষস্থানীয় এই জনপ্রিয় নেতাকে দেশবাসী 'দেশপ্রিয়' নামে ডুবিত করে। মহান এই দেশ প্রেমিকের মৃত্যু হয় ২২ জুলাই ১৯০০-এ।

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজী সুভাষ রোড, হুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২১০১

(মুদ্রালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে ভাঙা নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২২-০৪-১৯৯৯) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সন্মান ও সম্মেলার।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদবসহ সংখ্যা	অংক মূলধন	আয়নত	কল/অগ্রিম সদন	মিটি লাভ / ক্ষতি
লক্ষ টাকার মধ্যে							
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-)০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(-)২০.৩০
৩১-৩-৯৬	১০৭০	১১৬	১২	২২৮.৯১	৫০৩৩.৯৩	২৮৯৬.৯৮	(-)১৩৪.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, ভারকেশ্বর, খানাকুল, হুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, বনেখালি, খামারগাছি, পুরগুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল পালের মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি কল, ঊঁত সমবায় কল, ভোগ কল, উৎপাদনমুখী (বিনিযুক্তি) কল, কর্মী সমবায় কল ও স্বর্ণলঙ্কার কল ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ কল চালন করে থাকে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছাঁট প্রকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করেছে হুগলী জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মুগল কবির ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্র নাথ জ্ঞান
সভাপতি

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া
ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬২৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৯.৮৯ লক্ষ
তত্ত্ববায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তত্ত্ববায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- সেফ ডিপোজিট লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- চেক, বিল, ড্রাফট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা. নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money lender for his existence.



REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state
governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing
units, spinning mills — even poultry hatcheries and fisheries — offering
growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities,
to setting up plants, to marketing and distribution of the produce,

NCDC is involved in practically every sphere of village life.

Of course, good weather will always be
important to village life.



National Co-operative Development Corporation

4, Sri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির নবীকরণ

অসিতবরণ নাথ

প্রাচ্যবাসের বসবাসকারী মানুষের প্রকৃত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে জ্বালানময়ী সমস্যা হল পরিষ্কার। আর সেইসঙ্গে বেসব নবীন প্রজন্ম উঠে আসছে কিংবা শিক্ষার অভাবের অযোগ্যিক্ত হবার সুযোগ পাচ্ছে, তাদের কাছে সিন্দুর যে সমস্যা তা বেকারত্ব। এই পরিষ্কার ও বেকারত্ব দুই কথার উপর বলায় যে যে কর্মসূচির তথ্য তথ্য হয়েছে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের অন্যতম। পর্যাট্ট লাইন বা পরিষ্কারময়ী নীতি থাকা পরিষ্কার ও তাদের উন্নয়ন নিয়ে আপাতত কিছু আলোচনা করা যাক।

সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা সংক্ষেপে আই আর ডি পি হল পরিষ্কারময়ী নীতি থাকা পরিষ্কারের উদ্যোগী নারী-পুত্রবাক্যে অর্থিক স্বনির্ভরতা প্রদান করা। এই কর্মসূচি ১৯৮০ সালের থেকে সারা দেশের সমস্ত জেলায় সমস্ত গ্রুপেই কাপড়িত হয়ে আসছে। গ্রামি মানুষের স্থায়ী উন্নতি করতে গেলে এমন সম্পদ সৃষ্টি সুযোগ করে দিতে হয়, যার পূর্ণ ব্যবহার করে তারা নিজেদের উন্নয়ন নিজেদের অসুখ ফেরাতে পারে। ব্যাংক কল ও সরকারি অনুদানের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক পরিবারিক আয়ের ভিত্তিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (ক) ০ থেকে ৪০০০ টাকা, (খ) ৪০০১ থেকে ৬০০০ টাকা, (গ) ৬০০১ টাকা থেকে ৮৪০০ টাকা, এবং (ঘ) ৮৪০১ টাকা থেকে ১১০০০ টাকা। সবচেয়ে পরিষ্কার অর্থ্যৎ 'ক' শ্রেণী থেকে ক্রমাগত পরবর্তী শ্রেণী অর্থ্যৎ 'খ' শ্রেণী থেকে প্রকৃত উদ্যোগীদের বাড়তি করে তাদের অর্থিক সহায়তা এতদিন দেওয়া হত। ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে এই শ্রেণীবিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থ্যৎ এখন থেকে পরিষ্কারময়ী নীতি (পরিষ্কারিক্ত বার্ষিক আয় ১১০০০টাকা)

থাকা যে কোন পরিষ্কার আই আর ডি পি-তে সাহায্য পেতে পারবেন।

আই আর ডি পি-র সহায়তা বরা পাচ্ছে, তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ হবে উপস্থিতি ভিত্তি ও অধিবাসী পরিষ্কারের মোক, ৫ শতাংশ পাবে প্রতিবর্তী অর্থ্যৎ কর্মজ্ঞ উদ্যোগী এবং সাহায্য প্রাপকদের ৪০ শতাংশ হবে মিলি।

আই আর ডি পি জন্মের ক্ষেত্রে জারনাল ঘড়া করতে নারী, কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে ২৪০০০ টাকা করা হয়েছে। পতিশ হাজার টাকা জন্মের জন্য কোন সিকিউরিটি লাগবে না। তবে এই প্রকারে ন্যায়মে যে সম্পদ সৃষ্টি হবে তা অসুপূর্ণক ব্যয়ের নিকট বন্ধক হিসেবে রাখতে হবে।

আই আর ডি পি কল পরিচালকের সর্বনিম্ন সমসীনা তিন বক্স থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বক্স করা হয়েছে — অর্থ্যৎ কল পরিচালকের কিত্তি ৩৬ থেকে বাড়িয়ে ৯০ জন নির্ধারিত হয়েছে।

টাইসেম: পরিষ্কারময়ী নীতি থাকা পরিষ্কারের পিকিত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ বেছেছে। তারা মোট ছিমেই প্রকল্প ভাগ বা সাত হাজার পাঁচশত টাকা। (যেটি হুম হাবে) অনুদান হিসেবে পাওয়ার অধিকারী হবেন। শিক্ষার যোগ্যতার সর্বনিম্ন মন হচ্ছে মটন শ্রেণী। এই অনুদান পেতে হলে কল-কুটীনের অলাই টাইসেম-এর ন্যায়ন প্রসিত" নিতে হবে। যে বিষয়ে প্রসিকশ নেকেন সেই বিষয়ের উপগ্রহে আই আর ডি পি প্রকল্প হবে।

এছাড়া, বর্তমানে মলবন্ধতায়ে (Groupwise) আই আর ডি পি প্রকল্প করতে কোন অসুবিধে থাকবে না। কলপক্ষে ৪ জন সমস্ম নিয়ে একটি কল বা প্রপ ভেঁরি করা যাবে। এই সমস্ত প্রকল্প প্রণায়নের জন্য আই আর ডি পি-য়ে প্রকল্প মূল্যের শতকরা ৪০ ভাগ যা সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ পতিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান পাওয়া যেতে পারে।

একটি মূল্যবান সংযোজন হল এখন থেকে অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি পরিষ্কারময়ী হয়েছে। এরমিন পর্যন্ত কল ও অনুদানের টাকা লাভ থেকে একইসঙ্গে পাওয়া যেতে। নতুন নিয়মে, অনুদানের টাকা ব্যাংক জন্মের সাথে দেওয়া হবে না। প্রকল্পের সমস্ত টাকাই ব্যাংক কল হিসেবে দেওয়া হবে এবং মোট টাকার উপগ্রহেই কলপত্র দেয়া হবে। অনুদানের টাকা প্রাপকের নতুন স্থায়ী আমদানের জন্য রাখা হবে এবং সুদ দেওয়া হবে। যদি বেনিফিটারি (ক) যে ছিমে-এর জন্য টাকা পেয়েছেন এবং তা প্রণায়ন করেছেন, (খ) সমস্মত ব্যয়ের কিত্তি নিরুতেন, এবং (গ) সৃষ্টি সম্পদের ব্যবহৃত রক্ষাসংকল করেছেন — তাহলে সুসংহত স্থায়ী আমদানের টাকা পরিচালকেরা জন্মের শেষ কিত্তি মোটামুস জন্য বন্ধকৃত হবে। যদি জন্মের কিত্তি মোটামুস পরেও কিছু টাকা থেকে থাকে, তবে তা বেনিফিটারির আশ্রিতটে জন্য দেওয়া হবে।

পরিচালকের আন্তরিকতা তথ্য বলা সত্যতার তা হল, আই আর ডি পি প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নের সীমা ডি আর ডি পি-এর নির্ধারিত টাকার মল তথ্য থেকে বাড়িয়ে শতকরা কুড়ি ভাগ করা হয়েছে এবং পরিবারিকিক পরি গড়ে কলপত্র হাজার টাকার উপগ্রহ নিয়ে ব্যবস লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

এছাড়া আই আর ডি পি বা সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণায়নের জন্য যে যে পরিকাঠামোতে বিন্যাস ছিল, মোটামুটি এখনও সেটাই বলায় রয়েছে এবং অনুদান দেওয়া থেকে এক কবে সমস্ত জেলাতে পুর্বে কর্মসূচি পরিচালনা ও পরিচালক মজিহি ডি আর ডি পি এ গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার উপগ্রহে নষ্ট রয়েছে।

আপনার ডেট
দেশের ভবিষ্যৎ

**বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড**

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

**এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত**

আমাদের লক্ষ্য :

১. সমগ্র অঞ্চলজুড়ে প্রসার;
২. ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা;
৩. ন্যায্যমূল্যে নির্মিত ও অর্নিভূত বস্তু ও অন্যান্য
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা।

দি সিউডি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউডি ৪২৭,

স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- ১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমদানির
উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
- ২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কৃষিবাণিজ্য
বিল্যস ভাণ্ডা, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, বিনির্ভবনীয় ব্যবসা,
ডেপোজি, পেন্সন ইত্যাদি ব্যতীত প্রকার কোন লাওয়ার সুবিধা আছে।
- ৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় বিজ্ঞান ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয়
আমদানি বিমুক্তকরণ দ্বারা সুবঞ্চিত।
- ৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
- ৫। দৈনিক ছুটি প্রত্যয়েই বিশেষ সুবিধা আছে।
- ৬। বহুসুবিধা, বেসপুং, সাইবিং ও লকসভপুর্ মিউনিসিপালিটি
এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকারে ঋণ পাইবার
যোগ্য।



WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson

Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942)

সমবায়ী বৃদ্ধাবাস তৈরি হোক

বাসুদেব চ্যাটার্জি

সময়ের সঙ্গে সমাজব্যবস্থা ঠিক পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমান ত্যোৎসাহী সমাজব্যবস্থায় আনুশঙ্গিক কর্মসিদ্ধতার আশ্রয় গঠিত হয়েছে। আজকের যেকোনো একজন বয়সী বৈধ পরিবার যা একতরফে তত্ত্বাবধানে অর্জনস্থায়ী ছিল তার পরিবর্তে যেটি পরিবার, স্বামী-স্ত্রী ও একটি কি বড়ো ছোট সন্তান নিয়ে গঠিত। পরিবারের ওপর। বয়সস্বত্বের ফলে এখন কর্মক্ষেত্রে থেকে অনঙ্গ নিচ্ছেন এখন তাদের দেখাশোনা করার লোকের অভাব হচ্ছে। বয়সকেই দেখা যায় ছেলে কর্ম উপলক্ষে বাইরে এবং বিয়ের পর নেয়ে অন্য পরিবারের বন্ধু। এমনভাবেই বাস্তবিকভাবেই বৃদ্ধ সম্প্রতি নিম্নের হয়ে পড়েন।

অনুন্ন বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপট, বয়স্কৃতিক ও এডাল্টশীপ পুষ্টিপতি সংস্থাগুলির নিগদন নৈশুণ্যের মধ্যে মানবিক সম্পর্কগুলি হ্রাস-বিজ্ঞানের সামগ্রী হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধদের নিগদনতা ও সাহচর্যের কঠিন সমস্যা আজ একটা আন্তর্জাতিক রূপাক্ত করছে। পুষ্টিবায়ী সমাজব্যবস্থায় এই সমস্যার সমাধান আসে। সন্তান নয় বরং এই বৃদ্ধদের মানবিক সম্পদ ও ওপারদী স্রষ্টা-তত্ত্ব, প্রতিক-শালব্যাস, মেহ-মনতা ব্যক্তি ও পালকিকরণ পাচ্ছে।

নিম্নস বৃদ্ধ-বৃদ্ধদের এই শূন্যতাবোধের সমস্যার সমাধানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে 'এজেন্সি' নামেই যাতে অর্থের বিনিময়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধদের সব সেওয়া যায়। তাই নিম্নের মতো তারতবর্ষেও গার্ভা-নিবাস

(ওয়েজ হোম)-এর চর্চা করা যায়। জীবনের সাতকে তাই আজ গার্ভা নিবাসই হল সাধারণ মানুষের শেষ তরঙ্গ ও আশ্রয়স্থল। ওই অর্থই যথেষ্ট নয়, লোকবলসেও প্রয়োজন। যা অর্থের বিনিময়ে গার্ভা নিবাসের বেতনভুক্ত কর্মচারীরা বসতিভা নকেন।

শাশ্ত্রে আছে পঞ্চাশ ট্রাবের বাণপ্রস্থ অবলম্বন। সত্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত গার্ভাকের আশ্রয় স্থল ছিল বয়ালসী। পরে সম্ভবতঃ আশ্রয়স্থল যুগে ঠিক ছড়িয়েছে শাস্ত্র-প্রিয়-অঙ্গরত পরিবেশের নির্মলতা। তাই বাণপ্রস্থ অবলম্বনের চিক্রাধারা আজকের দিনে অক্ষল এবং নু্যতর।

কঠোর ব্যক্তিকে বীকর করলে আজকের নিম্নস বৃদ্ধ ও বৃদ্ধদের একমাত্র আশ্রয় হল গার্ভা নিবাস। কিন্তু এই বিষয়ে সরকরি প্রতীতি নিতাইই অপ্রস্থল এবং যেটুকু আছে তা সাধারণ মানুষের বরা-ওঁওয়ার বাইরে। বেসরকারি প্রতীতিই বর্তমানে কিছু গার্ভা নিবাস গড়ে উঠলেও তা সম্পূর্ণ বাসনায়িক পুষ্টিপতিয়ে পরিচালিত।

হাই ব্রিটিশ বেসম্প্রসেবী সংগঠনগুলিকে এই বিষয়ে সংগঠী তুমিকা প্রদান করতে হবে। আজকের দিনে অর্থের অভাবের সন্ধিতিগুলি যেভাবে সমস্যার পুষ্টিবাস্যে তারতবর্ষের সন্দীতি ও বাস্তব হয়ে 'ছলিয়ে হোম' স্থাপন করতে হবে এক দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে সেরকম এইদিকে মনস্ত্র নিলে আরও একটি সামাজিক বর্ধিত পালন করা হবে। আজ পর্যন্ত

কোন সমস্যার সন্ধিতি গার্ভা নিবাস যুগেই বলে জানাও জানা নেই। বয়স অগ্রসর সন্ধিতিগুলির অর্থিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করলে একথা নিসন্দেহেই বলা যায় যে গার্ভা নিবাস স্থাপন ও সুষ্ঠু পরিচালনার কোন হিসেব অনুবিধ হবার কথা নয়। বয়স অর্থিক অর্থ তরঙ্গ বাস্তবতার ব্যাকগুলিতে বিনিবেশন করছে। আর বেশির ভাগটাই অপ্রস্থল হয়ে ব্যক্তি হচ্ছে। এমনকি জানাও ওয়েজ বেসল সেটি তো-অপস্থলিত ব্যাকও জমা রাখি না। যেখানে এই বয়সে বাস্তবতার ব্যাকগুলি আনন্দেই ৪৭ শতাংশ বিনিবেশন করে সেইখানে সম্ভবতঃ ব্যাকও বিনিবেশনের পরিমাণ ৭৭ শতাংশ। সুতরাং নিম্নস বৃদ্ধ-বৃদ্ধদের আশ্রয় পালে সমস্যার সন্ধিতিগুলির পরিচালনার গার্ভা নিবাস স্থাপনের উদ্যোগকে সমাজ অবশ্যই ব্যাকও জানবে। বর্তমানে সমস্যার সন্ধিতিগুলি অন্যতম উদ্যোগ হল 'সমষ্টির জন্য জাবান'। গুর্ভার সমস্যারগুলির উদ্যোগে সমস্যার সন্ধিতির প্রদান সমস্যারকে ব্যাপক জনসমাজের সঙ্গে যুক্ত করছে। অগ্রসর যুগপ্রাপ্তী না হয়ে নিম্নস মানুষজন স্রষ্টা হই সমস্যার সন্ধিতি গড়ে তুলে বৃদ্ধবাস তৈরি করতে পারেন, সমস্যার অগ্রসরদের বৈধতার মধ্যে এটি একটি নতুন সংযোগ হবে। নিম্নের বৈধ ব্যাকও গার্ভা ও সামাজিক বর্ধিত পালনের ক্ষেত্রে তা অক্ষলই সিন্দ সন্দীতি হবে।

সময় সমস্যার ও সমস্যার ব্যাকও সেই বর্ধিত করছে। □

ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপনের হার

৪র্থ প্রজন্ম পুঁজা	= ১০০০ টাকা
৩য় প্রজন্ম পুঁজা	= ৮০০ টাকা
২য় প্রজন্ম পুঁজা	= ৬০০ টাকা
ভিক্সের পুঁজা	= ৬০০ টাকা
ভিক্সের অর্থ পুঁজা	= ৪০০ টাকা
ভিক্সের ১/৪ অংশ পুঁজা	= ২৫০ টাকা

গ্রাহক টাডা

প্রতি সংখ্যা	: ৫ টাকা
বার্ষিকিক টাডা	: ৫০ টাকা
আজীবন প্রদত্ত টাডা	: ৬০০ টাকা

পুরনো সেই দিনের কথা

[বর্তমান সম্ভাব্য বৎসরে (১৯৯৭-৯৮) আমরা এই বিভাগটি শুরু করেছি, পুরনো ঘটনার মধ্যে অনেক চূর্ণ খবর পাঠকের ভাল লাগবে, এই আশায়]

খেতাবারি

তারিখ	বৎসর	স্মরণীয় ঘটনা
১	১৯৮৫	প্রথম তিনটি ট্রেড কলেজ প্রত্যেকটিতে শতরান করার অধ্যক্ষ আব্বাসউদ্দিন খ্রিস্টেট ইন্সটিটিউটে প্রথম ও পরেরে কৃতিত্বের অধিকারী হনেন।
	১৯৯৪	ও এন জি সি পারলিড সিনিট্রেড কোম্পানিতে পরিণত।
২	১৮৯৪	এশিয়টিক সোসাইটির পাখা হিসেবে কলকাতা বিভাজিত হইল।
	১৮৬২	লুকানাব পণ্ডিত হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় জিরপতি নিযুক্ত হইলেন।
	১৯৮৯	কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়কে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান 'লিজিয়ন ডি অনার' প্রদান করলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মিতের।
	১৯৯৬	প্রথম ভারতীয় পুলিশ অফিসার রবিকান্ত শর্মা ইন্টারপোলে যোগদান।
৩	১৯১৬	বঙ্গালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন।
	১৯২২	বোম্বাই ও কুড়ুলার মধ্যে ভারতের প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন চালান শুরু।
	১৯২৭	লুধা অন্ন-প্রত্যাহ প্রতিস্থাপন আইন প্রয়োগ করা হল।
৪	১৯৪৯	নির্মিতপে একশ বছরের বছর পর ফোর্ট উইলিয়াম প্রথম জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল।
	১৯৩০	ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গকার জেলা হিসেবে কোচালার এনিকুলাব ঘোষিত।
	১৯২২	শিভের জন্ম একটি পুরুষজাতিম তহবিল 'মানসাল চিনিউআল কাও' গঠিত হল।
৫	১৮৪০	টাকার অবিচ্ছিন্নতা জন বহুতে তামসপ জগদ্রথ করেন।
	১৯৪০	ইন্ডিয়ান সাইকো-আনালিটিক্যাল সোসাইটি মুম্বাই পার্কে ডিন শ্যামবিনী নেটাল হাসপাতাল শুরু করে।
৬	১৭০৪	কলকাতায় পুলিশ ব্যবস্থার সূত্রপাত।
	১৯০৭	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি প্রেসিডেন্ট আইনজ্ঞ বেতাগত কালিদাস কল্যাণাশঙ্কর দেহত্যাগ করেন। ১৮৪৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জন্মলাভের ঠাঁয় জন্ম হয়।
	১৯৪৬	প্রখ্যাত চিত্রশিল্পক ও কলাজগতের গুরু অবিচ্ছিন্নতা ও. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যু।
৭	১৮১২	বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের জন্ম।
	১৯৭৫	চকুগোয়া হিসেবজ্ঞ জ্যে. বালকৃষ্ণ টাঁকুদী ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি বিশেষজ্ঞ সাহসের ১৯৭২ সালের পুরস্কার পান।
৮	১৯১২	বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বোস দেহত্যাগ করেন।
	১৯৬৫	কেন্দ্রীয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিশ্রবাব ঠাকুরকে ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত করেন।
৯	১৮৪৫	নিম্ন রে-এর ওপ নিম্নকর্তে অনুসন্ধান স্বয়ং ব্রিটাইন্ডে বীকা দেন। বীকা দেন গির্জাধিপতি অর্চকিপাল ডিল্ল্যাগি। সাক্ষী ছিলেন রেজারেন্ট কৃষ্ণমোহন কল্যাণাশঙ্কর।
	১৯০১	বিদ্যাসভা কলেজ ছাত্রসমিতি করেন বালাগর গার্লস জেনারেল স্যার জার্লসন।
	১৯১১	ভারতের ক্রয়েলশ বশম বার্ষিক সোভাগনা শুরু।
১০	১৯০১	সিঙ্গী চার্লসজ্ঞ বোস (চল বোস) পরলিড প্রসিডিউটার আওতাধা বিদ্যালয়ে অধিপূর কোর্টে ওলি করে হত্যা করেন।
	১৯৭৪	চিত্রভিনেতা পামাডী (মোহননাথ) সন্যাস দেহত্যাগ করেন। তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি গজিলিগ-এ।
১১	১৮৪৭	ক্রয়েলশ অবিচ্ছিন্নতা টনাল অসিতা এডিসন-এর জন্ম।
	১৯০৬	মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকা মুদ্রা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।
	১৯৭৭	জগদী অবস্থা শিখিল হয়। রাষ্ট্রপতি কলকর্তিনি অধি আহমেদ-এর মৃত্যু।

তারিখ **বক্স**

ਅਨੁਸੰਗਿ ਭੋਜਨਾ

- | | |
|-----|---|
| ১২০ | নেদারল্যান্ডসে প্রায় ২৬ বছর কয়লাগিরি রক্ষার পর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার মুক্তি দেন। |
| ১২১ | ১৮০৯ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অন্ড্রাসহাস সিমন ও বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন-এর জন্ম। |
| ১২৬ | ১৯৬১ বেঙ্গলিহান কংগ্রেস মুক্তিফানী প্রবাসপুত্রর শাশ্বতিন মনুসার হত্যা। |
| ১২৭ | ১৯৭১ আয়ারল্যান্ড শৌনেকিক ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে যোগ্য। |
| ১৩ | ১৮৭১ ভারতের বৃন্দন শ্রেয়সিনী চট্টোপাধ্যায় (নাইডু) রাজ্যসভায় জন্মগ্রহণ করেন। অতি নিম্নসংস্করণ গ্রন্থ। |
| ১৩৮ | ১৯০৮ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ড. হো-চি-মিন একদিনের জন্য কমকাতার পরদর্শন করেন এবং কলিকাতা শৌরসভা উন্নত নাগরিক সঙ্ঘের জ্ঞান করেন। |
| ১৪ | ১৮৮১ কমকাতার ভারতবর্ষের প্রথম হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। |
| ১৪৭ | ১৯৭০ সুপ্রিম কোর্ট ব্যাং জাতীয়করণ আইন বিবেচিত। জাতীয়করণ পরামর্শে রাষ্ট্রপতির নতুন কাজে অধ্যয়ন করা। |
| ১৪৮ | ১৯৮১ কুশাল গ্যাস দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ঘাবতীয় দলি সওদাগর পূর্ণ ও চুক্তির নিশ্চিতি হিসাবে ৪৭ কোটি ডলার বা ৭১৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়। ইটালির কনিহিতক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। |
| ১৫ | ১৯৭০ নৌবাহিনী সর্বাধিক এম এম নন্দা গভর্নেন্ট ওয়ার্কসে জাহাজ নির্মাণ ভবনে ভিত্তি প্রস্তরোপস্থান করেন। |
| ১৬ | ১৯৮১ আকশমিহান থেকে শোভিতের সৈন্যবাহিনী অপরায়ণ সম্পূর্ণ। |
| ১৬ | ১৯৪৬ মেন সেকর, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মেননত সাহা দেহাত্যাগ করেন। |
| ১৬৭ | ১৯৭১ ক্রিউবার সনাতনাত্মিক সনাতন প্রতিষ্ঠার সফল বক্তিত্ব কিলেট ক্রিউবার প্রবাসী হন। |
| ১৭ | ১৭৭৫ শিক্ষাবিদ ডেভিড হেরার অধ্যয়ন করেন। |
| ১৮ | ১৮১১ কবি জীবনানন্দ দাস বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। |
| ১৮৭ | ১৯৭১ ডিন কর্তৃক ভিয়েতনাম আক্রমণ। |
| ১৮৮ | ১৯৮৬ গৌড়ীয় বৈদ্যক ধর্মের প্রবর্তক ব্রীটেন শ্রেয়সিনী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনাম বিদ্যার বিদ্য। তৎকালীন নিবাহ। |
| ১৮৯ | ১৮০৬ উনিবিংশ শতাব্দীর কমকাতার বর্ষ ও সনাতনবাদের সূত্র জড়িত পরমপুত্র জীবনানন্দ (সনাতন চট্টোপাধ্যায়) কালি জেলায় কানারপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। |
| ১৯০ | ১৯৮০ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র বোস দেহাত্যাগ করেন। |
| ১৯১ | ১৮১৮ কমকাতা কর্পোরেশন থেকে প্রথম রাস্তার জল দেওয়া শুরু হয়। |
| ১৯২ | ১৮৯১ মতিলাল ঘোষের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'অনুপ্রাণের পত্রিকা' সৈনিকবলে আত্মপ্রকাশ করে। |
| ১৯৩ | ১৯০৫ বিশিষ্ট ব্যারিস্টার এবং সুভাষ বসু-এর অগ্রজ বিমলী শরতচন্দ্র বসু দেহাত্যাগ করেন। |
| ১৯৪ | ১৯৭১ রাজনীতিবিদ ও দেশসেবক হেমজুনার বসু কলকাতার বিদ্যমান সঙ্গিতে নিহত হন। |
| ১৯৫ | ১৯৮৭ নিজোয়ান ও অংশভাগ প্রদেশকে ২০ ও ২৪তম রাজ্য হিসাবে যোগ্য। |
| ১৯৬ | ১৯২৪ কেন্দ্রীয় সরকার অন্ডার অন্ডার জেনারেল জন্ ২৭তমবার সত্ত্বকরণে আগতায় প্রথম কর্মী নিয়োগ করেন। |
| ১৯৭ | ১৯১০ কমকাতা ইয়াকোর্ট পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সানসন আলমকে বীরেন্দ্রনাথ দাসতত্ত্ব হত্যা করেন। |
| ১৯৮ | ১৯৪৮ রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য ভারতীয় সংবিধানের খসড়া দাখিল। |
| ১৯৯ | ১৯৭১ জালা সনকারি ডাঃ হিসাবে প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পূর্বদিক দিয়ে আবেগান ওক। |
| ২০ | ১৮৪০ জার্মানিতে কমুনিষ্ট পার্টির অন্ডারন পুত্রা এবং মার্শল ও এবেলু-এর সহযোগী অগতি বেলে জন্মগ্রহণ করেন। |
| ২০১ | ১৮৮৫ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও দেশসেবক হরীশ্চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। |
| ২০২ | ১৮৪০ সনাতন সংস্কারক, সম্পাদক, গ্রন্থকার, মহাত্মা কনিপ্রসন্ন সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। |
| ২০৩ | ১৯৮১ প্রকাশ পড়ুকেন ভারতীয়দের যথেষ্ট প্রথম অংশ-ইসলাম ও স্বাধীনতা-এর বৈদ্যবিদে। |
| ২০৪ | ১৮৭০ প্রথম দেওয়া টানা ট্রায় গাড়ি ছাড়ো নিয়ন্ত্রণের সৈন্য থেকে। কলকাতার স্ট্রিট, ডারহৌশী জোয়ার, কালসন্ হাউস ও স্ট্রিট রোড হয়ে অর্ধেকমিটারে ঘটি পর্দা বের। নর-কাল পর এটি তুলে দেওয়া হয়। |
| ২০৫ | ১৯৬১ মহাত্মা জোয়ার নাম পাঠে রাখা হয় তামিলনাড়ু। |
| ২০৬ | ১৮২৪ সংস্কৃত কলেজের নতুন ও বর্তমান ইন্ডারনে শিলাভাস। জন্মে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত চর্চায় এক অন্ডার সনাক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দ্বাদশশতাব্দী পরে ১৯৫১ সালে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখেই এই কলেজে আত্মকরণে গবেষণার নতুন আয়োজন হয়। |

সম্প্রতি নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি ভাণ্ডারের আজীবন গ্রাহকপদ নিতে সমর্থ হয়েছে

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম
২৭২	কৃষকভারতী কো-অপারেটিভ লিমি (কুড়কো) ২৪৬-বি, লেক টাউন, ব্রুক-বি, কলি-৮২
২৭৩	কুমার গঙ্গা ব্রুক কিসারফেল কো-অ. সোসাইটি লিমি চকুন্দরায়, গোপালগঞ্জ, নং সিনাঙ্গপুর
২৭৪	নিমিরকুমার সেন, চ্যাটার্জি আকাউন্ট্যান্ট ৪১/১, শিবপুর রোড, হাওড়া-২
২৭৫	কোচবিহার সি ইউ ডি ইলেকট্রিসিটি এক্সপ্রিভ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটি লিমি পোঃ ও জেলা - কোচবিহার
২৭৬	কোচবিশ্বনাথ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো-অ. ব্যাংক অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিমি ১১২, বি বি গার্ডুলি স্ট্রিট, কলি-৮২
২৭৭	গ্রন্থাগারিক, স্টেট ইন্সটিটিউট অফ পাবলিকেশন্স অ্যান্ড কলার কন্ট্রোলপারমেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কল্যাণী, নবদ্বারা (২নং বাজারের কাছে)
২৭৮	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি ২৪এ, ওয়ার্ডসলু স্ট্রিট, কলি-৮২ (প্রধান কার্যালয়)
২৭৯	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি ২৪এ, ওয়ার্ডসলু স্ট্রিট, কলি-৮২ (প্রধান শাখা)
২৮০	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (জাহাঙ্গীর শাখা) ২৮এ, এস সি মুখার্জি রোড, কলি-২৪
২৮১	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (শ্যামবাজার শাখা) ১৪/২বি, ফকিরান ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৪
২৮২	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (বেঙ্গল শাখা) ১৪, এস এন রায় রোড, কলি-৪৮
২৮৩	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (হেলসকী শাখা) লি-৪২, সি আই টি ব্লক, কলি-১০
২৮৪	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (প্রতিরোধন শাখা) ৮২, মরবিক লরনি, কলি-৪
২৮৫	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (এটলি শাখা) ২৭/লি, সি আই টি ব্লক, কলি-১৪
২৮৬	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (পতিবাঘাট শাখা) ২/২এ, নবী স্ট্রিট, কলি-২২
২৮৭	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (গোলপার্ক শাখা) ২৮/৩এ, গড়িয়াঘাট রোড, কলি-২৯
২৮৮	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (নিউ অলিম্পিক শাখা) ২৩/এ, নিউ অলিম্পিক, ব্রুক-সি, কলিকাতা
২৮৯	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (চেলসা শাখা) অভিটোরিয়াম ব্লক, সি আই টি হার্বোর্ট, কলি-৮৭
২৯০	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিমি (শিলিওকি বিদ্যা শাখা) হিল ক্রাট রোড, শিলিওকি

- ২১১ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (সিলিওন্সি সান্ধ্য শাখা)
ব্রহ্মন তল, হিল কাট রোড, সিলিওন্সি, বর্ডলিং
- ২১২ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (স-শি লোক শাখা)
ই সি - ১৫৬, স-শি লোক সিটি, তলি -৬৪

উত্তর ২৪ পরগণা ইউনিট

- ২১৩ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (মহা ইউনিট অফিস)
বঙ্গোপাধ্যায়, টি ২৪ পরগণা
- ২১৪ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (মারামাও শাখা)
বঙ্গোপাধ্যায়, টি ২৪ পরগণা
- ২১৫ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (মসিরহাট শাখা)
মসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা
- ২১৬ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (কনপী শাখা)
কনপী, উত্তর ২৪ পরগণা
- ২১৭ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (মারাকপুস শাখা)
এস এন বামর্জি রোড, কলকাতা পুর
উত্তর ২৪ পরগণা
- ২১৮ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (বাবুরিয়া শাখা)
বাবুরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা
- ২১৯ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (হাবড়া শাখা)
হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
- ২২০ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (আনডাল শাখা)
আনডাল, আনডাল, উত্তর ২৪ পরগণা
- ২২১ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (চৌকশাড়া শাখা)
চৌকশাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ইউনিট

- ২২২ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (সাইথ ইউনিট অফিস)
ডায়নওয়েল্ডার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২২৩ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (ডায়নওয়েল্ডার শাখা)
ডায়নওয়েল্ডার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২২৪ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (ক্যানিং শাখা)
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২২৫ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (কাকটীপ শাখা)
কাকটীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২২৬ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (কাকটীপ শাখা)
কাকটীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২২৭ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (আনডাল শাখা)
আনডাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২২৮ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (সাগর শাখা)
সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২২৯ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (পাথরপ্রতিমা শাখা)
পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২৩০ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (ভাস্কর শাখা)
ভাস্কর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
- ২৩১ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ব্যাংক লিম (বালুপুত্র শাখা)
বালুপুত্র, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৩১২	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিঃ (কেচবিহার ইউনিট অফিস) পোঃ ও জেলা - কেচবিহার
৩১৩	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিঃ (কেচবিহার শাখা) পোঃ ও জেলা - কেচবিহার
৩১৪	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিঃ (মাঝাজঙ্গ শাখা) মাঝাজঙ্গ, কেচবিহার
৩১৫	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিঃ (আলিপুরদুয়ার শাখা) আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি
৩১৬	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিঃ (মিনহাটা শাখা) মিনহাটা, কেচবিহার
৩১৭	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিঃ (জলাকড়া শাখা) জলাকড়া, জলপাইগুড়ি
৩১৮	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে লিঃ (তুজনবল্ল শাখা) তুজনবল্ল, কেচবিহার
৩১৯	সংখ্য ২৪ পরগণা কো-অ. এডিকালগারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে লিঃ ২১/১টি, বালিগাঙ্গা স্টেশন রোড, বালি-১৯
৩২০	ব্যাংকে অফ বরোদা কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ ৮, ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ রোড, বালি - ১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের দায়িত্বভার নিলেন বিনয়গোপাল মিত্র

গত ১-১-৬৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের পদে দায়িত্বভার নিজেছেন পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সচিবতন্ত্রসূত্রে
দুঃ-নিমজ্জক ও ফলকাতা হোস্টেলে জনজিউরী কো-অপারেটিভ সোসাইটির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিনয়গোপাল মিত্র।

এই নিয়োগ ঊন দ্বিঃ পদের অতিরিক্ত হিসেবে হলেও অতি স্বত্বকামের মতোই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে ঊন একাত্তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊন দ্বিঃ চিরকালই অত্যন্ত পরিশ্রমী, সৎ ও মজ প্রসঙ্গ। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও বিভিন্ন কাজে ঊন সাহায্য, সহযোগিতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নে চিরকালই পেয়েছে। “ভাণ্ডার” পরিকল্পনায় ঊন সোচ্চ প্রবৃত্ত, কবিতা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। প্রণয় স্বাভাব্য ও সমঝোতার জন্য এই সংখ্যার তিনি সম্পাদকীয় ছড়া আর কিছু লিখতে পারেননি। যাই হোক পুরাতন ‘ভাণ্ডার’ পরিকল্পনা লাভ্য থেকে ঊন দুটি ছোট কবিতা পাঠকের জন্য অসম্মান পরিবেশন করা হ’ল।

সমবায়

কিন্তু কোন মত নহ, আছে শুধু লব
নিঃসঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিদ্রিত শব্দ।
সমবায় নানে নহ কোন নির্ভরতা,
এখানে সম্বার কামে সম্বার ব্যর্থতা —
লক্ষ্য যদি এক দূর, হোক এক জন
কিনিত হোক তাতে সহস্রের জন;
এককের ভ্রমে সাথো যা কিছু বিপদ
ধনে-ধনে-সমবায়ের রক্তিকে সম্পদ।
মালিকে প্রমিকের আছে বিবাদের তার
জমিক মালিক হয়ে হ’ল সমবায়।

সমবায় আন্দোলন

গরিব চাষীকে চাষে করিতে সাহায্য,
কৃষিকল অহোজ্ঞানে কৃষি সম্বায়।
কৃষিক জিনিস আর কৃষি উপাদান
ন্যায়ানুগে বিতরণে কৃষি বিপদন।
ভোগ্যপত্র কষ্টনের দুখ উপায়
করিতে নিরত কৃষক বোস্তা সমবায়।
আবাসন সমবায় করিয়ে আহুদ
বাহ্যবীন নিভহীন মানুষের শইয়ে সম্বায়।
অর্থকরী মানুষের বত কর্তব্য!
সুশ্রুতবে সারা বার সমবায় ফালা।

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069

Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122

Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Haryana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (I) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules.
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.

OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

দি ১৩১/১, ডি আই সি রোড (৪ম ফ্লর), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরত্ব : ৫৫৪-৪৯০১/৫৫৪-৫৮৩০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

কেন্দ্রাঙ্গনের উদ্দেশ্য : সমগ্র আন্দোলনের অধীনে গড়া মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যক্রম : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানচর্চিত মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান • মৎস্যের সুষ্ঠু প্রচলন লাভন-পালন • মৎস্য শিকার ও অসামান্য মনুষ্যনিক কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনীয় প্রকারী সরবরাহ • মৎস্য শিকার সামগ্রীর আর্থনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণ সাহায্য প্রদান • বিশেষ অর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ভোগাক্রান্ত জনগণের প্রত্যক্ষ • সমগ্রিক মৎস্যজীবীদের সমগ্র সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেম্বারীপূর ও নবীন পংগপাশ নানান কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

অন্যান্য কার্যসূচি : উপগ্রহে কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওতা ও লালি ছেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের পরিচালনা সমন্বয়ণ

• কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুসি মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

ঠা, মেম্বারিস বসতে কোথায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের

সামগ্রিক উন্নয়ন দ্রুত একটি একনিষ্ঠাধীন সংস্থা।

রাজ্যান্তরে আন্তঃবিদ্যালয় রচনা প্রতিযোগিতা

১০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ইন্টিনিউয়েল সূচ্য কার্যালয়ে রাজ্যান্তরে আন্তঃবিদ্যালয় রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সনদায় শিক্ষা তহবিলের অর্থিক সহায়তায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ইন্টিনিউয়েল উদ্যোগে অর্থায়িত ও প্রতিযোগিতায় ১২টি বিভিন্ন জেলা থেকে ১২ জন সফল প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। বচনাব বিষয়বস্তু ছিল “জাতীয় সাহিত্য ও সনদায়”।

রচনা লেখার পর রাজ্য সনদায় ইন্টিনিউয়েল সূচ্য নির্ধারী অধিবর্তক সিন্ডিকেটাল মিঃ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক সাক্ষিত্ত তাহলা করেন, সনদায় ওগু অর্থনৈতিক সাংগঠন নয় — এর একটি অর্থিক নিকট আছে। সনদায়ের নীতি, সনদায়ের তত্ত্বের বিকটি সকলকর কার্যে পৌঁছে পৌঁছে সরকার। তিনি বলেন ওগু নৈপকল্যের সনদায়ের কথা ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন জানত না। কিন্তু এখন অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। সনদায় ত্রিকার্যকর কথা আকলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক বেশি করে ওনয়, দেখে এবং জানে। তসু সনদায়ের অরও প্রচার ও প্রসার হওয়া সরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন আকলের ছাত্রসমাজ আনন্দিকলেশ করণ, তাই আকলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সনদায় ত্রিতা-তালমার উদ্বেব ঘটতেই এই রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

সনদায় শিক্ষা তহবিল ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনদায় ইন্টিনিউয়েল সনাপতি সূচীলকুমার খায়েও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক সাক্ষিত্ত তাহলা দেন। তিনি বলেন, সনদায় ত্রিতা-তালমার প্রসার হয়েছে এবং — তবে সনদায়ের সকলকর কার্যে সনদায় আশেদামের আরও ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হওয়া সরকার। বিতর্ক এবং রচনা প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের সখ্যা বাড়য়ে — এটি অসম্ভব বিষয়। তিনি প্রতিযোগী ও তাদের অভিভাবকদের বন্যবাদ জানান এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের স্মারক হিসাবে প্রত্যেকের হাতে একটি করে মনপত্র ও বই তুলে দেন।

রচনাগুলি মূল্যায়ন করার পর গত ২০ জানুয়ারি, ১৮ সনদায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার শেষে রচনা প্রতিযোগিতায় সফল প্রার্থীদের হাতে

সমবায় সমাচার

পুরকার তুলে দেওয়া হয়। কার্যক্রমের শেষে দুর্গাদাসী ঐশ্বর্যী উইজ বসিকা বিদ্যালয়ের কুননী নির্মলি পরদিন, কোবিদার জেলার জেনকিন্স হাইস্কুলের অর্থিক নর এবং কলকাতার বেহেশুর শার্ক বয়েজ হাইস্কুলের অর্থিক নর বন্যাক্রমে প্রবন, বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পুরকারের মধ্যে ছিল মণ্ডল অর্থ, বই এবং মনপত্র। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের একজন অভিভাবকের বাতায়ার পরও খবন করা হয়।

রাজ্যান্তরে আন্তঃবিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

গত ২০শে জানুয়ারি, ১৮ উত্তরপাড়ার সনদায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রাসে সনদায় শিক্ষা তহবিল কমিটির অর্থিক সহায়তায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনদায় ইন্টিনিউয়েল উদ্যোগে রাজ্যান্তরী অস্ত্রাবিলাসের বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল “আর্থ সামাজিক সনট নিরসনে সনদায় প্রভূত স্মারতা করে।”

মুর্যোগপূর্ণ অসহযোগ সনটও বিভিন্ন জেলার সফল প্রতিযোগীদের থেকে নেট ১৬ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সনটপূর্ণ প্রতিযোগিতা করে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর জার্মি জেলার সিদুর মহানো হাইস্কুলের ওগু ব্যানর্জি, কোবিদার জেলার জেনকিন্স হাইস্কুলের সুরত সোহা এবং কলকাতার পিরিলাস সরকার গার্লস হাইস্কুলের সেরেনী বসু বন্যাক্রমে প্রবন, বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

এই প্রতিযোগিতায় বিচারকমণ্ডলীর সনকতা ছিলেন সনপ্রভু জ্ঞান, ওগু সনাল, তুলসীদাস মূখোপাধ্যায় ও অমিত্যেব ঙ্গীচার্য।

বিতর্ক প্রতিযোগিতার শেষে সনদায় শিক্ষা তহবিল কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনদায় ইন্টিনিউয়েল সনাপতি সূচীলকুমার খায়ে প্রতিযোগী, বাকসর সনো অতিভাবকুমণ এবং লম্বিকের উদ্দেশ্যে অতি সকলকর এবং অসম্ভব সফল তাহায়া সনদায় আশেদাম সনটের মূ-চার কথা বলেন। তিনি বলেন সনদায় বেহেতু একটি অংশেলন তাই এর প্রসার এবং কার্যে উপরেই এর সনটকতা নির্ভরশীল। পরিসংখ্যানের উদ্বেব

করে তখন বলেন যে সনদায় সনদায়ের সখ্যা দৃষ্টি পেরেছে, সনিত্তির সফল সখ্যা অসম্ভব খেতে অনেক বেহেতু, সনদায় সনিত্তির সনদায় বিভিন্ন কাজে আরও অনেক বেশি কল দেওয়া হয়েছে। সনদায়ের ব্যুৎখী সনদায় অংশেলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। সনদায় শিক্ষা তহবিল প্রসঙ্গে সনাপতি বলেন যে বিভিন্ন সনদায় সনিত্তির সনদায় ত্রিতা তহবিল এই তহবিল গঠিত হয় এবং সনদায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সনদায় নীতির প্রচার ও প্রসার এবং কিছু কিছু উন্নয়নকর কাজে এই অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রসার তিনি জানান যে সনদায় তহবিল কমিটির অসার দৃষ্টি পওয়ার এ বছর এই প্রতিযোগিতায় পুরকারের পরিসর বাড়ানো সনট হয়েছে এবং ওগু অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী নয়, তবে একজন অভিভাবককে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আসা-যাওয়ার পরও মেটানো সনটবণার হয়েছে। অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে সনাপতি আশ্রয়ন করেন যে উপসর নতবা বীরা সনদায় সনিত্তির সাথে যুক্ত ঐশ্বর্য জেন সনদায় শিক্ষা তহবিলে প্রসার অর্থ কীকরত প্রসারের ব্যাপারের সনটই নয়।

তাহাণ শেষে সনাপতি অংশিত অংশ প্রসেকারী সফল প্রতিযোগীকে স্মারক হিসাবে একটি করে মনপত্র ও বই এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরকার ও মনপত্র সিরে উপসহিত করেন।

বিতর্ক সনট শেষে সনটই সনটইও কনাক জ্ঞান করেন সনদায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অসার সনটকুমার জ্ঞানাল। (বা. ৯)

ম্যানেজারদের গুরিয়েটশন কার্যক্রম

জার্মি জেলা সনদায় ব্যাংক সিং-এর অসীমত সূসহত সনদায় উন্নয়ন প্রকল্পের অধুর্ভুক্ত ইটি প্রকল্পে কুবিউরম সনিত্তির ম্যানেজারদের সূচন সনট, ঐশ্বর্যী, সীজালত উপসন, সনট, সনটক, গ্যাকস পুষ্টি, সনটক ইত্যাদি বিষয়ের উপর থুটী পাঠকর বন্যাক্রমে ২-২ ও ১২-১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সনদায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র উত্তরপাড়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণমুখী, সনদায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র উত্তরপাড়া, জার্মি জেলা সনদায় ব্যাংকিং অসীমত সূসহত সনদায় উন্নয়ন প্রকল্প ও সনটাইজার এ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

প্রথম পর্বের প্রতিকর্মে ২১ টি সনিতি থেকে নেই ২২ জন মানেজার যোগ দেন। প্রাক্তন সহকারী ইন্সপেক্টর সতাপতি সুশীলকুমার ঘোষ এই পর্বের উদ্বোধন করেন। শ্রী ঘোষ, উত্তরগঙ্গা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের প্রতিকর্মে জন নির্মিত করার প্রকল্পের আওতাভুক্ত সনিতি সকলকে সন্তুষ্কৃত জানান। তিনি উপস্থিত প্রতিকর্ষীদের দ্বারা জমিরে হালকা ওজ কয়েন এবং মনসসম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেন। সমন্বয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলির পবিত্রতাবোধের কারণেও প্রতিকর্ষ কর্মসূচি প্রচলিত। জেলা প্রাথমিক উন্নয়ন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গের বস্তুর শিল্পক্ষেত্র থেকেও এগিয়ে এসেছে সেইভাবে এগিয়ে আসার জন্য তিনি অনুরোধ সংস্থা ও বস্তুর প্রতি বন্ধন জানান। প্রথম কয়েন তিনি স্বর্গীয় বৈষ্ণব জনা সমন্বয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, জলপাইগুড়িতে জেলা প্রাথমিক উন্নয়ন সংস্থার দেওয়া নয়া লাগু টিকা অর্থাৎ সমন্বয়ের কথা জানান। সাধারণ পর্যায় বসনোয় দুখ রন ও স্বাস্থ্য সন্তোষের বিরুদ্ধে উন্নয়ন করে দিয়ে তিনি জাপানের কৃষি মন্ত্রিত্বের যোগাযোগের অভিভাষা করেন।

একদিন ওকতে আই সি ডি পি শিব পুরিচালন অধিকর্তা কে সি চ্যাটার্জি প্রিন্সিপাল উন্নয়ন বক্তৃতা করেন ও প্রিন্সিপাল প্রতাবনা করেন। পরে আই সি ডি পি শিব বিদ্যন সমাজিক এসে দুয়ার্জি বলেন প্রিন্সিপাল ফলে কালি জেলায় সনিতিক ওলি একটি পুনর্নির্মাণ জালায় পৌঁছাতে ও পরবর্তী হয়ে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে প্রকল্পের শেষেও সনিতিক ওলি কার্যধারা অব্যাহত থাকবে। বিশিষ্ট অর্থিক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফালিসাইজার মানেসিপেন্সন অফ ইন্ডিয়া (সই) আঞ্চলিক অধিকর্তিক এন চৌধুরী, ডেপুটি আঞ্চলিক অধিকর্তিক এনগুনানি। জন্মস্থ অধিকর্তিকদের মধ্যে উল্লেখ্য করেন ড. এ. রাহা, সি আর কলোপাধ্যায়, এন এন বাগোপাধ্যায়, বি মঙ্গল, এন চৌধুরী, এস কে দালাল - ভবত, প্রবুধ।

উদ্বোধনী পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রিন্সিপাল ওক হর। সনিকর প্রিন্সিপাল থেকে এই দুটি প্রিন্সিপাল ছিল বহুতর। স্বনামি বিবরণ ওলি প্রায়োগিক ডিওলি ফলস্বরূপ - করে দেখে ও দেখে " পদ্ধতির মাঝে আসেটি হর। বিবরণটিতে ছিল চারপাশে কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি উপকরণের মাত্রা ও কার্যে চালিয়া অনুমান উপকরণ স্বর, বিক্রি ব্যবস্থাপনা, বাট সত্রাং ও গরু, গায়ের পুষ্টি, পরিষ্কার ময়ত্রা প্রতিভা, উচ্চ ফলস্বরূপ বীজ উন্নয়ন, ব্যবহার, জৈব সত্র, জৈব গ্যাস, পৌর

পদ্ধতি প্রয়োগব্যবহার ও পদ্ধতি। পশ্চিমবঙ্গ সম্পদ সত্রাং ও ব্যবস্থা উন্নয়ন ইউনিট বা সনিকরীস প্রাজ্ঞান ও পদ্ধতি প্রতি দুটি রেশে তৈরি হয়েছিল। হ্রোতে সত্রাং প্রয়োগ, পরীক্ষা, বীজ জা কুরোয়োগ্য পৌর পদ্ধতি ব্যবহার করে অলো স্থানলো ইয়াসি দেখানো এবং প্রোজেক্টরের মাধ্যমে লাইভ প্রদর্শন প্রিন্সিপাল দুটিতে কৃষি আঞ্চলিক করে তোলে।

উপস্থিত বিবরণের উপর বক্তব্য রাখেন গঃ বা সনিকর প্রাজ্ঞান কৃষি উন্নয়ন ই বি মঙ্গল, সই-এর ফাটলি সনিকরীস অত্র বক্তব্যাকব্যায়, ড. এন এন বাগোপাধ্যায়, এস এস বৈষ্ণ, ড. এ কে বার (ইআইটি), টি কে ঘোষ ডেভ হিসার্ভ ডিউজিফিকেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার, জে শর্মা-এইচ এফ সি এল, ড. টি কে মন-প্রাক্তন রাজ্য উন্নয়নিক বিদ্যন, ড. এনগাটর্জি জু বি এস এস সি, এন এন শিম্বা, পি বৈদ্যল, আর কে রায় - মানেজার মনর্ভা, অংশক চেনবর্জি, অত্র কে মন্যল-জেনারেল মানেজার-ডি আই সি-কালি, ডি পি শার - ইন্ডো, এলিরা মানেজার (কর্মমণ) ড. পি কে ঘোষ, কালি জেলা পরিষদ প্রকৃতি। তাঁরা অলোচনা ও হ্রোতে কলমে বক্তব্য অত্র মিত্রে প্রিন্সিপাল পর্বকে অঞ্চলীয় করে তুলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা অবধি প্রিন্সিপাল পর্ব চলে।

সর্বত্র মিলে প্রাক্তন সমন্বয় ইউনিটের দুখ নির্বাহী অধিকর্তিকের মিরোপোল মিত্র ও কালি জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব নিব্রসন দুয়ার্জি উপস্থিত ছিলেন। শ্রী মিত্র তার ভাষণে প্রাথমিক অধিকর্তিকের ৩২ উন্নয়ন সনিকর মন্যত্রা যোগাযোগ উত্তরগঙ্গা কেন্দ্রের প্রসঙ্গ করেন। সভাপতিত্ব মন্যত্রা উপস্থিত সনিতিক ওলি অনুষ্ঠানটিতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেন। তিনি সনিতিক তালক মনে এবং সমন্বয় সনিতিক ওলিকে অর্থনৈতিক কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রিন্সিপাল জ্ঞানের ব্যস্ত প্রয়োগের উপর ওকত্র আশ্রয় করেন।

দ্বিতীয় পর্বের প্রিন্সিপাল হর ১৩-১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। নেট বৈষ্ণী সনিতিক থেকে ২৩ জন মানেজার যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পর্বঃ রাজ্য সমন্বয় ইউনিটের দুখ নির্বাহী অধিকর্তিক উপস্থিত ছিলেন এবং অলোচনী উদ্বোধনী তালক মনে। তিনি সনিতিক করলা উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার কথা বলেন। এলোফ ওলি ক্রোকে দুখ নির্বাহী অধিকর্তিক বি বিজ্ঞান-আই সি ডি পি প্রকল্পের অধিকর্তা কে সি চ্যাটার্জি, ব্যবস্থাপনা

কেন্দ্রের অধ্যক্ষ সত্রাংকুমার দালাল, সই-এর মন্যত্রা ও অলোচনা পদাধিকারিকাল সনিতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় পর্বের প্রিন্সিপালের বিবরণটি প্রথমটির মত কল একইভাবে তৈরিও অনুসরণ করা হয়। সনিতিক মিলে কালি জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব নিব্রসন দুয়ার্জি উপস্থিত থেকে সনিতিক তালক মনে।

ওপারের ব্যস্তকর্তিতে প্রিন্সিপাল দুটি প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিল কৃষি মূল্য। ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ, সমন্বয় কর্মী, আই সি ডি পি শিব পদাধিকারিকাল ও আমন্ত্রিত বক্তাদের জাহারওতায় মন্যত্রা আশা আক। প্রাক্তন প্রায়োগিক পদ্ধতি মিত্রে তেত্র শেখের। ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সঙ্গে সব সমন্বয় থেকে এই শিতাক্রমকে সফল করতে মন্যত্রা করে মন্যত্রা মন্যত্রা কাছ ও পরত্রে সম্পূর্ণ বস্ত তার বদন করে মন্যত্রা কালি জেলায় সুসংহত সমন্বয় উন্নয়ন প্রকল্প।

□ ফল চ্যাটার্জি

আই সি ডি পি জুগলি-৯

প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১৫ ও ১৬ নভেম্বর কালি জেলায় বনিতাখালি হ্রদের কৃষি সমন্বয় সনিতিক ওলি মানেজারদের জন্য আই সি ডি পি-৯ উদ্বোধন ২ দিনের একটি প্রিন্সিপাল শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২২ জন মানেজার অংশগ্রহণ করেন। আই সি ডি পি-৯ জেনারেল মানেজার কার্যপ্রসার চ্যাটার্জি-৯ উপস্থিতির প্রিন্সিপাল মনে মানেজার অত্র জৈনিক (ক্রোটি ও ব্যাচিং), ও কে পাণ্ডে, সুকুমার দাস (উন্নয়ন অধিকর্তিক), জ্যা আনবল সত্রাং, অর্থিক মন্যত্রা দাস ক্রোটি অপরেশন, স্টেফান জা ফাটলি জার প্রকৃতি বিষয়ে প্রিন্সিপাল মনে। মন্যত্রা মন্যত্রা-এর দুখ নির্বাহী অধিকর্তিক সন্যত্রা দুয়ার্জি ও ব্রজ সন্যত্রা পরিদর্শক রবেন জ্ঞান ও বক্তব্য রাখেন। শিবির কৃষাধুনায় ছিল হ্রদের আই সি ডি পি উন্নয়ন অধিকর্তিক সম্পূর্ণ চ্যাটার্জি। মন্যত্রা মন্যত্রা-এর সমন্বয় পূর্ণ মন্যত্রা মন্যত্রা করেন।

সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ পালন

২ থেকে ৭ ডিসেম্বর বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কালি জেলায় মন্যত্রা

শান্তিপালগাম কো-অপ. হাউসিং কম্পানী ওয়ারে
১০ বর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করছেন। হাফাতিত
মহলায় সমগ্র আবেগময় ওস্তাদ ব্যক্ত করে
সমিতির এলাকাবিস্তৃত ২০০০ পরিবার ও তার
কয়েক হাজার সন্তান অভিভাব্যে অংশ নেন। সমিতি
হাউস শেষে মাঝবে প্রতিমিহিবদের সমিতি গঠনের
ইতিহাস দেখান। এ উপলক্ষে আয়োজিত
সেমিনারে সভাপতিত্ব কর্তৃক ২০০০ সমিতির
ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছিল। এ ধরনের
সমিতি কুব কম দেখা যায়। এ আর নিএস পদত
বিস্তার করেন পরিকল্পনা গঠনে সমিতির দুইজন
উপসভাপতি। সমিতির চেলা অনেকটা ওয়েব
অনলাইনে পরিচয় আছে। চেলায় ১০ লক্ষ সন্তানের
অংশ বার ১ হাজার সন্তান অংশনে আছে।
সমিতির সভাপতি সুব্রাহ্মণ্য চক্রবর্তী
আলোচনাচক্রের সুপ্রশংসা করেন। সম্পদক সমিতির
সমস্তক অভিভাব্যের ব্যাপ্ত জানান। তিনি আলগা
নিয়মে সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম ঘোষণা করেন।
সমিতি এ উপলক্ষে একটি পরিকল্পনা অভিভাব্যের
সেন যা থেকে সমিতির অতীত থেকে বর্তমান সব
ঘোষণা যায়। ১০ ব্রাডিসেবসে এই সেমিনার সভ্য
অন্যায় মিনওমিতে পথ পরিগ্রহ, সমগ্র পদত
আলোচনা, সমিতির, নীতিক প্রকৃতির আলোচনা ছিল।
হিস পদক গোষ্ঠীর “দ্যাবল” নীতিক ও তত্ত্বীয়
ধর সম্ভাব্যের আলোচনা হয়।

☐ **मास्काव फौजदारी**

বর্ধমান ২-এ সমবায় সপ্তাহ

কর্মসময় প্রকল্প-২ জেলা সমন্বয় ইউনিয়নের ইনোভেশন। এবারের সারা ভারত সমন্বয় প্রকল্পের প্রথম মিটিং পালিত হয় ইউনিয়ন ভবনে। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আবদুল হামিদ, বিভিন্ন সিনিয়র কর্মকর্তাগণ। এই ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর সমন্বয় আর্থী দাস এবং মুখ্য নির্বাহী আতিকারিক রুপিত্ত মুখার্জি।

গণের ক্রটি দূরিত হয় কর্তব্য কেন্দ্রীয় সমন্বয় কারক ও এই ইউনিয়নের যৌথ উন্নয়ন কার্যের কবীর্ষ পরিচয় ভবনে। উপস্থিত ছিলেন কাক্স সমন্বয় ইউনিয়নের সভাপতি সুদীপ ঘোষ, কর্তব্য কেন্দ্রীয় সমন্বয় ব্যাপক সম্মান-সভাপতি তিত্তরাজ কল্যাণদেব, কর্তব্য-২ জেলের সহ-নিয়ন্ত্রক উদয়নাথ বিজপতি, দুর্গেশ্বর সান, প্রাণেশ পাল, হরিষ বার্খা, প্রাক্তন ডিউটিসিগ্যাল, সোহাগিনা শমককেশব চাট্টো প্রমুখ।

সম্ভবায় সমাজের অমান্য মিলেও নি পালিত হয়

যথাক্রমে কুপুট সন্ধ্যায় কুবি উদ্যান সন্নিবিষ্টে, স্ট্রীটগ্রাম ইউ সি এ সি এস-এ, সিসলেকেন কুবি উদ্যান সন্নিবিষ্টে, পূর্বদ্বী-১৯ ভাটখিঁসি তহস্য সন্নিবিষ্টে এবং কেতুদ্রাম সন্ধ্যায় কুবিউদ্যান সন্নিবিষ্টে। বিভিন্ন সিনেমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হিচ্ছেন মূল্যায়ন ইউক, শাসনায় শাল ও বিভিন্ন শকসহেত প্রবাসনায়।

প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

কর্মসম্পন্ন রেজ-২ জেলা সনসার ইউনিয়নের
উদ্যোগ ও সনসার শিল্প: তদুপস্থিত কলিকাতা অধিদপ্তর
অনুসন্ধান ইউনিয়নের শিল্পের তথ্য ২৬ নং তথ্য
জেলাস্তরের কুলি দাখ-দায়ীতার নিয়ে বিতর্ক
প্রতিবেদিত। ১৯৯১ হিসাবের প্রথম প্রতিবেদিত
অনুসন্ধান হয়।

विषय :-

সত্যের স্রোতঃ" অর্থ-সামাজিক সত্যটি নিরন্তর
সমন্বয় প্রকৃত সত্যতা করে। এই বিষয় পক্ষে
বিশেষ ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতার ২৫ কাতোয়া কানীসান দান
বিদ্যারতনরনবমশ্রেণীর ছাত্রের অনেকগুলো পদা
প্রথমস্থান (পঞ্চ), সৈতহরায়বিতীরাস্থান (সিঞ্চ),
এবং সাতারী চকনের নবম শ্রেণীর ছাত্র দেবাশি
নওল-হতীর স্থান (পঞ্চ) অধিকার করেন।

বিচারকগণ হিসেবে সহ নিষেধক উপস্থাপন
দিকপতি হুজুত উম্মান অবিকারিত বীজক
যোবান কষ্টোয়া কলকল লোকচর্য্যর অনিত কৃষ্ণ
সেন এবং অস্বাভাবিক বন, বনকৃষ্ণ হাইব্রুদের শিক
নয়নায়াল।

বিতর্ক শেষে বিদ্যাবৎসল ও ডি ডি সি গার্ল
হাইস্কুলের শিক্ষিকা সিত্রাঙ্গা বোম বিবাহবন্ধ
উপর ও সমঝাব্যস্ত হার-মুদ্রী তথা কুর সমাজে
মহা প্রসারিত অগ্নি জ্বলান জনম।

সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন ইউনিয়নের
মহা নির্বাহী অধিকারিক বশিষ্ঠ মল্লিক।

সময় ১: প্রতিকর্ষণের বিষয় ছিল 'ভাতীয়া'র
হাতি ও সম্ভার' বলে দেখে পছন্দের এ বংশে
২২টি খুলের ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ। ডি.
জন চিয়ারক হবারসে উদ্বার্টাৎ দিকপরি
অবিতকুমার সেন, লেখচার্য কাটোতা কলো
নুপুং সেন, এ ডিই বাহা পরীক্ষা করিয়া কল্যায়
যোবোলা করেন।

সেই দু'খণ্ডেই সূর্যসীমিত অক্ষিাঙ্ক
নক্ষত্রের ছায়া কুমারী নর্দিন পায়িত
হুস, কে তি আই ছায়া সৌরিক সা বিদীর হুস
তি তি নি পানি হাইবুসের ছায়া ওতাই পান
সেইর হুস অক্ষিাঙ্ক কবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

ইতিমধ্যে প্রচার করা হয়েছে। সন্ধ্যায়
সমিতির বিশিষ্ট বর্ষিক সভাপতি সত্য ২৮ নভেম্বর
১৯২৭ অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতিস্বতন্ত্রকার
সমীচয় পরিচালন সমিতির বর্ষিক প্রতিবেদন পাঠ
করেন। সমিতির বর্তমান কার্যাবলি উদ্‌ঘাটনের
উদ্দেশ্যে করে অনুষ্ঠান সূচ্যাকরণ পানিত হওয়ার
জন্য তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান। সমিতির
দুকল ১২ লাখ টাকা অধিক্রম করা যে সমিতির
পক্ষে একটি সুখের এবং পূর্বের বিষয় একবার
তিনি উল্লেখ করেন।

সমিতির সম্পাদক উপদেষ্টার পোষ 'সন্সার'-
এর মাধ্যমে এবং তার সার্বভিত্তিক দৃষ্টিতে বলেন। পরে
অন্যদিকে ও বহুসংখ্যক জন কর্মসমিতির পক্ষে বোর্ড
অনু ডায়ালগের নির্দেশিত হয়।

কবীজীবনের ভাটখাৰ্চ, তপনকুমার বোষ, বিজ্ঞ
জাতিৰ্জি, শ্যামল ঘাস, ত্রিলোকনাথ জাতিৰ্জি ও
মুলাল চক্ৰবৰ্তী

সেবে সহ-সভাপতি ব্রজীত কুণ্ডা সভাপতি
কল্যাণ ভট্টাচার্য।

উদ্ভিদ

विदाय अडिनन्दन

সেতার ফব কো-অপারেটিভ মাসনফাউন্ডাশন-এর কবী নিগ্রামক দাল ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ চাফুরি খেতে অঙ্গের প্রদান করেন। উর বিহার অধিকক্ষন উপদায় কার্যালয়ে ৫০ মে ডিসেম্বর এক সত্যা পা অরাজা সনবের কর্তব্য ইউনিফরমের উমোফা অনুষ্ঠিত হয়। সত্যাও সহকর্মীরা অঙ্গের বড়াসুর প্রিভিফি অঙ্গের অঙ্গের অঙ্গের কথা উঠেছে করেন।

অধ্যাপক এবং আচার্যক কল্যাণ লাল বসু
মানুষ হিসাবে নিত্যানন্দবাবু ছিলেন সং এম
উদাহরণ।

অনেকদিনের সাথি অমল দ্বারা হাফেন বড়বাকু
সব ছিল এক মর্দক এবং প্রীতিকর।

এই সভায় কর্মচারীদের ভয়কে দূর করে সাহসকে
উৎসাহে পরিণত করে দেওয়া হবে।

উপস্থিত সকলে এই বার্তায় বীজবীম নিমিত্ত
শিক্ষায়, বীজ আয় এবং সুস্থ জীবনের কামনা
করেন।

७ अस्माकमुत्थात नमसि

☐ **माध्यमिक** (१०)

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়ন্ত নেতাজি
শতবর্ষের লহ শত প্রণাম



দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেনাপতির সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭

অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১০৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি

শাখা অফিস : পুতুলিয়া ও দাতিলিং

গ্রামবালোর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিক বিত্তীয় শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। ওক্সের সেই সমবায়ভূমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

□ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা □

- ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে কল্যানের লক্ষ্য ৮৬.০০ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪২.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে কল দান ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% কল আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২.১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে স্বপ্নের সুবিধা।
- প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যাশপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল ঘোষ
চেয়ারম্যান

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET <i>NEAR NEW MARKET & Govt. Food Dept.</i>	HAZRA ROAD <i>NEAR JATIN DAS PARK</i>	MANIKTOLA <i>OPPOSITE Bidhan Sishu Uddyan</i>
--	---	---

RASH BEHARI AVE. <i>Opposite Priya Cinema Hall</i>	C. R. AVENUE <i>Opposite L. I. C. Building</i>	EKDALIA RD. <i>Under Bijan Setu</i>
--	--	---

HATIBAGAN <i>Near RADHA CINEMA</i>	B. K. PAL AVE. <i>Crossing of Rabindra Sarani & B. K. Pal Ave.</i>
--	--

For all requirements of daily needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers, Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390



গল্পই দূর
 যুগে যুগে
 ছিল হৃৎকর
 মাইকেল পাত্র -
 গল্পের বাথান -
 গোহানল খানা -
 ওই জা! গাঁয়ে
 ওই জিমানা ।
 মল্লিকানার



সেই প্রায় আশ্রয় আছে
 প্রায়ই সংকীর্ণ ঘোষ ।
 পাঠে না বাক
 হাত ল'ব আছে,
 কৌশল পান আছে
 আছে শিষ্ট ।
 আর আছে তাঁর শিষ্টের ঐতিহ্য
 আছে

ওল্ড

বাংলার তাঁতের কাপড়

মি ওয়েল্ট বেঙ্গল স্ট্রিট হাউল্ড উইজার্স কোম্পানি সোসাইটি লিঃ
 তত্ত্বক ভবন

ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
 বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪



ভাণ্ডার

- * একটি অথবা তার বেশি সাংখ্যক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনসমূহকে শতকরা পঁচিশ টাকা ছাড় দেওয়া হয়।
- * বিজ্ঞাপনসমূহের পক্ষে ভাণ্ডার একটি কলপ্রাপ্ত যন্ত্রণ।
- * পঁচিশ বা তার বেশি কপি ভাণ্ডার বিক্রয়ের জন্য ২০২ কপিমান দেওয়া হয়।
- * ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্মায় আলোচকের এই যন্ত্রণের আর্থিক বিনিয়োগ শক্তিশালী করুন।
- * মাসিক ভাণ্ডারে আপনায় যেওনা বিজ্ঞাপন পত্রিকারের নাম প্রাপ্তে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সন্মায়ের কারণে পৌঁছে যাবে।
- * আপনায় সাংসদিক প্রাক্কনমূলের মধ্যেই পাতকন অর্থ প্রকল্প ও প্রতিবেদনা কনি-সংবিধানিকের অন্নাতকন সেবার সর্ব্ব যন্ত্রণ করলেও এক 'সার্ববীয় ভাণ্ডার'।
- * ভাণ্ডারের প্রাক্কন টানা এবং বিজ্ঞাপনের সাতন 'West Bengal State Co-operative Union'-এর অনুকূল স্বাক্ষরিত / প্রক্ক অথবা মনি-অর্থের সেবার পঠিয়ে হবে। তবে স্বাক্ষর/প্রক্ক কলকাতার উপরে দওয়া চাই।
- * নিম্নে এসে কিংবা প্রতিমিদি মনককট টাকা সন্মায়ের জন্য দিতেও পাতকন।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক, ভাণ্ডার

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ফোন নং: ২২০-৮১৯৮

১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য সন্মায়ের শিক্স তহবিল বাজেটে জেলা সন্মায় ইউনিয়নগুলিকে নিম্নলিখিত অনুযায়ী অনুদান প্রদানের কার্যকর টাকা

ক্রম নং	উদ্দেশ্য	যাত্রণার মোট কার্যকর টাকা	জেলা সন্মায় ইউনিয়ন প্রতি অনুদানের হার
১।	নিম্নলিখিত সন্মায় সন্মায় উদ্দেশ্য	৬৭,০০০	কলকাতা এবং পশ্চিম মিনাভপুর ইউনিয়নের জন্য ৫০,০০০ টাকা করে, তার মধ্যে উত্তর মিনাভপুর ও পশ্চিম মিনাভপুর এলাকায় জন্য ২৫০০ টাকা করে নির্ধারিত। বাকি প্রতিটি ইউনিয়ন ৫,০০০ টাকা করে।
২।	পত্রিকা প্রকল্প	৪৫,০০০	করে ৪টি করে বৈশ্বিক পত্রিকা জন্য ১৫টি ইউনিয়নের মধ্যে ইউনিয়ন প্রতি ৩,০০০ টাকা করে।
৩।	ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান	৫২,৫০০	ইউনিয়ন প্রতি ২,৫০০ টাকা করে।
৪।	ছাত্রদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান	৫১,৫০০	এ
৫।	সন্মায় বা আলোচনাক্ষেত্র অনুষ্ঠান	১,২৬,০০০	ইউনিয়ন প্রতি ৫,০০০ টাকা করে।
৬।	জেলা বা প্রক্ক পর্যায় কর্মশালার অনুষ্ঠান	৮৮,০০০	ইউনিয়ন প্রতি ৫,০০০ টাকা করে। কিন্তু পশ্চিম মিনাভপুরে ইউনিয়ন এলাকায় উত্তর মিনাভপুর এবং পশ্চিম মিনাভপুর জেলা প্রতি ৫,০০০ টাকা করে করান।
৭।	অফিস খরচ ভাড়া বাসন অনুদান	৫০,০০০	সম্পর্কিত ইউনিয়নগুলি মধ্যে মাসিক স্বাক্ষরিত ২০০ টাকা করে।
৮।	কর্মচারী বেতন বাসন অনুদান	৫,৪০,০০০	প্রতিটি ইউনিয়নের একজন কর্মচারী এবং একজন চতুর্থ কর্মচারীর জন্য মাসিক নির্দিষ্ট হারে অনুদান।
৯।	অফিস আসবাবপত্রের ক্ষয় — টাইপ রাইটার, শিক্স আলমারি	১,০০,০০০	আলোচনাক্ষেত্র ইউনিয়নের সন্মায়ের উপর অনুবিকৃত প্রক্ক করমূল্য।
১০।	নিম্নলিখিত অফিসের নির্বাহী বাসন অনুদান	২,০৫,০০০	জেলা ইউনিয়ন এবং মেম্বারীপূর্ণ ও নন মেম্বার ইউনিয়নের জন্য পূর্ণ বছর মেম্বারের ক্ষয়প্রক্ক ৫৫,০০০ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকা। বাছাড়া এপ্রিল, ১৯৭৭ থেকে নতুন সন্মায়ের বছর সাধারণত ইউনিয়ন প্রতি ৫০,০০০ টাকা করে।

মোট: ১১,০৪,০০০ টাকা

সন্মায়ের শিক্স তহবিল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918



Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR

Dist. : BURDWAN, PIN-713 146

Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

<i>Branches</i>	<i>Phone No.</i>
1. Memari	Mem.-430 & 282
2. Shankarpur	Mem.-533
3. Radhakantapur	Mem.-376; Stag - 70,368
4. Bohar	Stag - 70246
5. Madhyamgram	Stag-70,888
6. Matiswer	
7. Burdwan.	Burd.-62245

★ ★ ★

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Cold-Storage : *SHANKARPUR.*

Capacity : *2 Lakh Mds.*

Business of *Banking ; Fertilizer ; Seed ; Oil Cake ; Coal ; Cloth ;
Grocery ; Pesticides ; Pisciculture ; Agriculture ;
Dharmagola ; Ware-Housing.*

Pledging of *Bronze utensile ; Potato Bonds.*

Service *21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.*

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOUR SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFETY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
33-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

ফোন : ৬২৪১১/৬২৭৫২/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০২২২৬ ৬২৪১১



- * বার্ষিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমদানীর উপর অধিক সুদ।
- * ১২টি শাখা অফিস ও দুটি পো-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- * ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- * মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- * সাক্ষাতিভাষে মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিবেশা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মুগাধশেখর কর

সভাপতি